NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ পুলিশকর্তার অপসারণের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ সামসিতে

ঠাকুরবাড়ি থেকে কংগ্রেস জেলা নেত্রীকে বের করে দেওয়ায় বিতর্ক ৪

কলকাতা ২৯ অগস্ট ২০২৫ ১২ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.08.2025, Vol.19, Issue No. 80, 8 Pages, Price 3.00

বহুতল ভেঙে মৃত ১৭, ধৃত প্রোমোটার

মুম্বই, ২৮ অগস্ট: মঙ্গলবার মধ্যরাতে মুম্বইয়ের কাছেই ভিরারে বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭। গুরুতর আহত দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপরেও ভিতরে কেউ আটকে থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় উদ্ধারকাজ জারি রেখেছে পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাড়ির প্রোমোটারকে। মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার।

এদিকে ভাসাই বিরার পুলিশ বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে বছর ৫০-এর নিলে সানেকে। ভেঙে পড়া বহুতলের প্রোমোটার তিনি। সানের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। পুরনিগমের অনুমোদন ছাড়াই জমি ব্যবহার এবং বহুতল নির্মাণের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

আবাসনের দুই অংশের মধ্যে একটির চারতলায় এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, রাত ১২টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ে। তখনই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন প্রায় ৩০ জন। দ্রুত এলাকায় হাজির হয় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। জীবিত অবস্থায় ৯ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দুই আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাড়িটি দশ বছরের পুরনো। আগেই সেটিকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করেছিল মুম্বই পুরসভা।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স হ্যান্ডলে মৃত ও আহতের সাম্প্রতিক সংখ্যা জানিয়েছেন। এইসঙ্গে মৃতদের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে সামাজিক মাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'আমরা এই সমস্ত পরিবারের দুঃখের ভাগিদার। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ মৃতদের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন।'

কমিশন আসবে-যাবে, সরকার থাকবে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এসআইআর ইস্যুতে ফের সরব তৃণমূল হলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুঁশিয়ারি দিলেন, 'জীবন থাকতে কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না।' বিঁধলেন বিজেপি ও বামেদের। কেরলে নেতাজি সম্পর্কে ভুল তথ্য পড়ানো হচ্ছে দাবি করে বামেদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। বিজেপিকে বিঁধলেন, এসআইআর, বাংলার শ্রমিকদের হেনস্তা ও পরিবারতন্ত্রের ইস্যুতে। বিঁধলেন নির্বাচন কমিশনকেও। বললেন, 'আমি সব এজেন্সিকে সম্মান করি। কিন্তু বড়রা ললিপপ নিলে তা মানায় না।'

বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ২১ জুলাই মঞ্চ থেকে নির্বাচনের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন। ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাদিবসে সেই সুর আরও চড়ালেন। বিহারে এসআইআরের পর বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হবে বলে জল্পনা। তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ জানিয়েছেন, এসআইআরের নামে বিজেপি সরকার এনআরসি করতে চাইছে। মঞ্চ থেকে বলেন, 'এনআরসি করে ভোটার নাম কাটার চেষ্টা। জীবন থাকতে ভোটাধিকার কাড়তে দেব না।' আরও অভিযোগ তোলেন, বিজেপি ডিএম, বিডিওদের ভয় দেখাচ্ছে। ললিপপ দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা ললিপপ বাচ্চাদের দিই। ১৮ বছরের নতুন ভোটারদের ললিপপ দিই না। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রধান করি। তাই আপনাদের জোর জুলুম বাংলা মানছে না, মানবে না। তৃণমূল বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি ছাড়েনি, ছাড়বে না।'

এরপরই ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্তার প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। বলেন, 'আপনারা মানুষের অধিকার কেড়ে নেন। ক্ষমতা বিসর্জন দেন। বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষগুলোর উপর অত্যাচার করেন। গরিব মানুষ আমার হৃদয়, তাঁদের ভালোবাসি। আমি জাত-পাত মানি না।'

অন্যদিকে, বামশাসিত কেরলে পড়ানো হচ্ছে নেতাজি ইংরেজদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এই দাবি তুলে, তাদের রাজনৈতিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বেঁধেন নির্বাচন কমিশনকেও। বলেন, 'ইলেকশন কমিশনের চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু বড়রা যদি ললিপপ খায় তাহলে মানায় না।'

এসআইআর নিয়ে জনতার বারবার সতর্ক করেছেন শাসকদলের নেতানেত্রীরা। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করতে এলে তথ্য না দেওয়ার কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মেয়ো রোডের সভা থেকে মমতার বক্তব্য, 'সারা ভারত থেকে ৫০০ টা দল নিয়ে এসেছে বিজেপি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছে কার কার নাম বাদ দেওয়া যায়। কেউ সার্ভে করতে এলে, কখনও নিজের তথ্য দেবেন না।'

লক্ষ্য নয়া ভোটার, নিশানায় একাংশ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বছর যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছেন বা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই প্রথম ভোটার হতে চলেছেন। যাঁদের প্রথম ভোট হবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের কর্মসূচি থেকে সেই নতুন ভোটারদের উদ্দেশেই বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

> কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড় বড় কথা বলে। তারাই নিয়োগে বাধা দেয়, ভর্তিতে বাধা দেয়। আমি দুঃখিত যে, জয়েন্টের ফল প্রকাশে একটু দেরি হয়েছে। এর জন্য আমাদের দোষ নেই। ওরা কোর্টে কেস করে, একসঙ্গে কেস করে। আবার এসে আমাদের নামে নিন্দা করে। এরা দু'নম্বরি।
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে সরাসরি আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের নাম না করেই তিনি অভিযোগ তুললেন, 'কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড় বড় কথা বলে। তারাই নিয়োগে বাধা দেয়, ভর্তিতে বাধা দেয়। আমি দুঃখিত যে, জয়েন্টের ফল প্রকাশে একটু দেরি হয়েছে। এর জন্য আমাদের দোষ নেই। ওরা কোর্টে কেস করে, একসঙ্গে কেস করে। আবার এসে আমাদের নামে নিন্দা করে। এরা দু'নম্বরি।' তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্টতই মামলাকারী ও বিচারব্যবস্থার একাংশের দিকে।

ওবিসি তালিকা সংক্রান্ত মামলার জটিলতার কারণে দু'মাস ধরে থমকে ছিল জয়েন্টের ফল প্রকাশ। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়ে গেলেও আইনি জটিলতার কারণে বন্ধ ছিল কলেজে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টালের তালিকা প্রকাশ। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রাজ্য সরকার জয়েন্টের ফল প্রকাশের অনুমতি আদায় করে আনে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের দিনই ফল প্রকাশ করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। শুরু হয়ে যায় কলেজে ভর্তিও। তবে এই পর্বে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা কাজ করছিল, যা সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করছিল জনমানসে। বৃহস্পতিবার সেই প্রসঙ্গ তুলে মামলাকারীদের পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার একাংশকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

বিহারে ৩ জইশ জঙ্গি, রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা

পাটনা, ২৮ অগস্ট: পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে বিহারে তিন জইশ জঙ্গি ঢুকে পড়েছে। গোয়েন্দাদের তরফে বিহার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। আর তার পরই রাজ্য জুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে বিহার পুলিশ।

ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর থেকে সমস্ত জেলা পুলিশকর্তাকে তিন জঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও জঙ্গিদের গতিবিধি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু দেখলেই যেন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তারা হল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হাসনাইন আলি । উমরকোটের বাসিন্দা আদিল হুসেন এবং বহওয়ালপুরের মহম্মদ উসমান। এই তিন জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই তিন জঙ্গি অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছয়। তারপর সম্প্রতি বিহারে অনুপ্রবেশ করেছে।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা, তার পরবর্তী 'অপারেশন সিঁদুর' এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কারণে গত মে মাস থেকেই বিহারে ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলা মধুবনী, সীতামড়ি, সুপৌল, আরারিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম চম্পারণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ এবং প্রশাসন সূত্রে খবর।

সাত দিনে অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: আগামী সাত দিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে কঠোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করেছে। পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট জানিয়ে, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনেই পরীক্ষা হবে, তারিখ পরিবর্তন করা হবে না।

আদালত এও জানতে চায় কেন এখনও পর্যন্ত অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। সে বিষয়ে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন বিচারপতিরা। এরপরই কমিশন ও রাজ্যকে এক সপ্তাহের মধ্যে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার দিন পিছোনোর আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি, আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালের কিছু প্রার্থী, যাঁরা ৪৫ শতাংশ-৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন, তাঁদের ফের আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময়ও ১০ দিন বাড়ানো হয়। তাই পরীক্ষার দিন পিছোনোর দাবি ওঠে। তবে আদালতের বক্তব্য, পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য শীর্ষ আদালত নিজে নজরদারি করছে।

ইডিতে হাজিরা জীবনের পিসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পিসি মায়া সাহা। বৃহস্পতিবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেই নির্দেশ মেনেই মায়া হাজির হন ইডি দপ্তরে। বেলা এগারোটায় হাজিরা দেন তিনি। বস্তুত, গত ২৫ অগস্ট জীবনকৃষ্ণের বাড়ির পাশাপাশি মায়ার বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মায়া সাহা সাঁইথিয়ায় ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ওই দিন তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্য ও পেনড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় চার ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয়েছিল সেদিন। এরপর বৃহস্পতিবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে আসেন মায়া। এদিন সিজিও-তে ঢোকার আগে মায়া বলেন, 'আমি কোনও অনিয়ম করিনি। আমার স্বামীর ৪০ বছরের ব্যবসা রয়েছে । সেখানে দুর্নীতির টাকার প্রশ্নই ওঠে না।'

উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেপ্তারির পর থেকেই তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখছে ইডি। সেই সূত্রে মায়া সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়। তৃণমূলের এই কাউন্সিলর জানান, জীবনকৃষ্ণের বাবা তথা তাঁর দাদা যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। তদন্তকারীরা এদিন তাঁকে আর্থিক নথি সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন করেন বলে ইডি সূত্রে খবর।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের দাবি, শুধু আর্থিক লেনদেন নয়, এই দুর্নীতিতে একাধিক সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ বয়ান দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। সেই বয়ানে প্রমাণ হিসেবে আদালতে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি যে যথেষ্ট মজবুত, তা কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

এই পরিস্থিতিতে ধৃত তৃণমূল বিধায়ককে আবারও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বসিয়েছেন ইডির আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, অর্থ লেনদেনের খুঁটিনাটি এবং জড়িত অন্যান্যদের নাম জানতে তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। গতকাল রাতে জীবনকৃষ্ণ সাহার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। সিজিও কমপ্লেক্সে চিকিৎসকরা এসে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বলেও জানা গিয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা জানতে চাইছেন যে, গোটা ঘটনায় লেনদেনের পদ্ধতি কী ছিল। অর্থাৎ, কারা টাকা দিয়েছে, কারা সেই টাকা নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই অর্থ কোথায় খরচ করা হয়েছে সবকিছুরই একটা স্পষ্ট ছবি সামনে আনার চেষ্টা করছে ইডি ।

শান্তার কাঠিন্যে শান্তিতে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নির্বিঘ্নে' হয়েছে পরীক্ষা। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহলের বক্তব্য, স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। কারণ, এই পরীক্ষা নিয়ে চিঠি চালাচালি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, নেতাদের কটাক্ষ অনেক কিছুর সামনে পড়তে হয় কলকাতার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে। একটা পরীক্ষার জন্য তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে একাধিক বাধা। তবে এরপরও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়ই থেকেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী উপাচার্য।

যে পরীক্ষার জন্য এতো লড়াই, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে সেই পরীক্ষা মিটেছে 'নির্বিঘ্নে'। পরীক্ষা শেষে মুখে জয়ের হাসি নিয়ে শান্তা দত্ত জানান, 'আমি তো উপাচার্য হওয়ার আগে ডিন ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কাজও বহু দিন করেছি। তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, অটোনমি বা স্বতন্ত্রতা শুধু বইয়ের পাতাতেই লেখা রয়েছে। কিন্তু এই ১৬৮ বছর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতাটাও কোনও একটা বইয়ের পাতায় থেকে যাবে, তা হতে পারে?' এরই পাশাপাশি তিনি এদিন এও জানান, 'আমি যখন সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলাম, তখনকার উপাচার্যরা তো আমায় প্রতিবাদী বলে দিত। আজ আমি যখন ক্ষমতাসীন, তখন আমি সেই স্বতন্ত্রতা একেবারে প্রয়োগ করেছি। সেখানে সরকার কোনও নির্দেশ দিতে পারে না। আর তাতে মান্যতা দিয়েছে সিন্ডিকেটও।'

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, প্রথম হাফে পরীক্ষায় মোট ৫৯টি সেন্টার মিলিয়ে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ৯৬ শতাংশ। তবে এই উপস্থিতির হারে একদমই 'অবাক হননি' উপাচার্য। তাঁর কথায়, 'আমাদের যারা আটকে রেখেছিল, তারা জনা পঁচিশেক। আর পরীক্ষার্থী তো কত! সবাই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিল।'

> পরীক্ষার দিন-দ্বন্দ্বের আবহে এক শিক্ষা আধিকারিক উপাচার্যকে জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী দিন বদলের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করেছেন। অবশ্য সেই আর্জিও রাখেননি তিনি। এই প্রসঙ্গেও বৃহস্পতিবার মুখ খুলতে দেখা যায় শান্তা দত্তকে। খুব শান্ত অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে জানান, 'এটা তো অসাংবিধানিক। অনুরোধ করলেন কী করে? না করলেই তো পারতেন।'

মেট্রো বিভ্রাট

■ ব্যস্ত সময়ে ফের মেট্রোয় বিভ্রাট। দরজা বন্ধ না-হওয়ায় শোভাবাজারে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দমদমগামী মেট্রো। নামিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদেরও। এই ঘটনায় মেট্রো স্টেশনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অফিসফেরত যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। দীর্ঘক্ষণ পরেও মেট্রোর দরজা বন্ধ না হওয়ায় টেকনিশিয়ানদের ডাকা হয়। তাঁরা এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। কিন্তু সুরাহা হয়নি। কিছুক্ষণ পরে মেট্রো থেকে নেমে যেতে বলা হয় যাত্রীদের।

বিশেষ অধিবেশন

■ ভিনরাজ্যে বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচার, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন, অপরাজিতা বিল ফেরত পাঠানো-সহ একাধিক ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে আগামী মাসে বিশেষ অধিবেশন বসছে বিধানসভায়। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরের গোড়ায় তিনদিনের জন্য বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন করে এসব ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে তৎপর রাজ্যের শাসকদল। আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১, ২ ও ৪ তারিখ বসবে অধিবেশন।

২০৩৮-এর মধ্যেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে ভারত। 'আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং' (ইওয়াই) নামে একটি বেসরকারি সংস্থার রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, তখন ভারতের অর্থনীতির মোট মূল্য হবে ৩৪.২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই মুহূর্তে ভারতের অর্থনীতির মোট মূল্য ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পেরিয়ে গিয়েছে। বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় জাপানকে টপকে ভারত এখন চতুর্থ স্থানে। একমাত্র আমেরিকা, চিন এবং জার্মানিই ভারতের চেয়ে এগিয়ে। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছেন নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম। প্রাথমিকভাবে মোদি সরকার টার্গেট করেছিল, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হিসাবে তুলে ধরা। কারণ, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অন্যতম অভিযোগই হল অর্থনীতির দিকে নজর না দেওয়া।

সংস্থার প্রধান নীতি উপদেষ্টা ডি কে শ্রীবাস্তব বলেন, 'ভারতের শক্তি হল, তার তরুণ এবং দক্ষ কর্মী এবং শক্তিশালী সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার। গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলিতে স্থিতিস্থাপকতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ বিকশিত ভারত হওয়ার যে লক্ষ্যে তার অনেক কাছে পৌঁছে যাবে।' সংস্থার রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, উচ্চ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার এবং ক্রমহ্রাসমান সরকারি ঋণের কারণে আগামী ১৩ বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে খুব সহজেই পৌঁছতে পারে।

ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের অর্থনীতি মূল্যায়নের রিপোর্ট বলছে, ২০২৭ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে ভারত। তবে সেই লক্ষ্য পূরণ না হলেও মোটামুটিভাবে ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতকে তৃতীয় করার লক্ষ্য রাখছে কেন্দ্র। সেটা করতে পারলে ২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির যা জন্য বড়সড় অ্যাডভান্টেজ হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৮/২০২৫, S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Amishmita Mondal (old name), D/o. Amulya Chandra Mandal R/o. 27 R.N. Tagore Road, Bediapara, North 24 Pgs.-700077, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Amishmita Mandal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Amishmita Mondal & Amishmita Mandal D/o. Amulya Chandra Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

I, Bilkish Begam W/o. Sk. Selim, D/o. Sk Gaziuddin, R/o. Kamalpur, Khamargachi, Balagarh, Hooghly-712515, W.B., declared that in my Aadhaar & Voter Id Card where my name inadvertently recorded as Bilkis Bibi instead of my original name Bilkish Begam. Bilkish Begam & Bilkis Bibi is the same, self & one identical person vide an affidavit no. 7530, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court on 20/08/2025.

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Kausik Mukhopadhyay S/o. Durgadas Mukhopadhyay ও Kausik Mukhapadhyay S/o. D D Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

I, Manuyara Bibi W/o. Sk Gajimuddin, D/o. Sk Noor Hossain, R/o. 01 No. S.S. Colony, Bansberia, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B. declared that in my Daughterós (Bilkish Begam, D.O.B. 15/09/1989) Birth Certificate where my name inadvertently recorded as Monoara Bibi instead of my original name Manuyara Bibi. Manuyara Bibi & Monoara Bibi is the same self & one identical person vide an affidavit no. 7020, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court on 18/08/2025.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে আগস্ট, ১২ ই ভাদ্র, শুক্র বার । ষষ্ঠী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ মহানষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, শ্রী শ্রী সূর্য্যষষ্ঠী, অক্ষয়ষষ্ঠী, জাতীয় ক্রীড়া দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে Kamal Kumar Dhank S/o. Purna Chandra Dhank ও Kamal Kr Dhak S/o. P. Ch. Dhak সাং ছিন্নামোড়, সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪৩ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Das S/o. Ranjit Kumar Das ও Pradip Das, Prodip Kr. Das S/o. Ranjit Das, R Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৮৩ নং এফিডেভিট বলে Moushomy Ganguly S/o. Samit Kumar Gangopadhyay ও Moushomy Ganguli W/o. Samit Ganguli সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Taslim Anwar S/o. Lt. Ketabuddin Ansari ও Mohammad Nashtaim & Mohd. Nashtaim সাং শিবপুর বাই লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৪০ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Mandal ও Tapan Mondal S/o. Joydev Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৮৮ নং এফিডেভিট বলে Madanmohan Pal S/o. Shyamsundar Pal ও Madan Mohan Paul S/o. Shyam Sundar Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯৪৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakesh Kumar Dugar (old name), S/o. Late Hari Singh Dugar, R/o. Near Dabai Pukur Kali Mandir, 141, Dabai Pukur Road, Hindmotor, Uttarpara, Hooghly-712233, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rakesh Dugar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rakesh Kumar Dugar & Rakesh Dugar S/o. Late Hari Singh Dugar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৯০৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Reshma Bandyopadhyay (old name), D/o. Tapan Kumar Banerjee, R/o. 72/A/1, S.P. Mukherjee Street, Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Reshma Banerjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Reshma Bandyopadhyay & Reshma Banerjee D/o. Tapan Kumar Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Raju Naru পিতা Judhistir Naru, নিবাস- D/19, অরবিন্দ পার্ক, পোঃ- বাঁশদ্রোণী, কোলকাতা-৭০০০৭০. ভুলবশত আমার ভোটার কার্ডে নাম আছে Raja Naru. গত ১.৮.২০২৫ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (৫০১৬১) Raja Naru নামের পরিবর্তে Raju Naru নামে পরিচিত হলাম। Raju Naru এবং Raja Naru এক ই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি আসাদুল মল্লিক ৮/৮/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডিভেটে আমি Asadul Mallick ও Asadul Mollick আমার স্ত্রী Arjina Mallick ও Argina Bibi ও আমার পুত্র Rahul Mallick ও Rahul Mollick সকলে একই ব্যক্তি। গ্রাম পোখুরা পোতা পোষ্ট চারাতলা P.S.- চাপড়া নদীয়া।

AFFIDAVIT

I, SK Akbar Ali S/O Lt. Sk Nimajuddin R/O Panchberia Kharagpur (T), Dist- Paschim Medinipur declare on 05.05.25 before 1st class JM Kharagpur. My father's name has mistakenly recorded as Sk Nemaji in land record mouja- Benapur Chaita, JL no 335, khatian no 198. Sk Nemaji & Sk Nimajuddin both are same & identical person.

AFFIDAVIT

I, BIPLOB TALUKDER (New Name), lately called BIPLAB TALUKDAR (Former Name), residing at 159/1, Ananda Pally, Jadavpur, Kolkata- 700032 employed as ASI of Kolkata Police, Employee No. 8735 do hereby declare vide affidavit no. 1224 dated 27.08.2025 in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta that my name BIPLOB TALUKDER should be recorded in all my relevant documents in place of BIPLAB TALUKDAR. BIPLOB TALUKDER and BIPLAB TALUKDAR is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে, অসিত ঘোষ, পিতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষ সাকিম ও পো: শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, সামীল ২২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট শালবনী মৌজায় স্থিত হাল ও এল. আর মাপে ১৩২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৬৬৫ দাগে ০২ শতক ও ২৬৬৯ দাগে ২.২৫ শতক বাস্তুযোগ্য জমিন ১) সুমিত্রা গরাই স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন গরাই, সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া, এর নিকট বাঁকুড়া ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ১ নং বহির ০১০১০৬১৬৮/২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ১ নং বহির ০১০২০০২৫৫/২০২৩ নং রে: কৃত আমামোক্তার নামা ১) সমির দাস, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দাস সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া কে আমামোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া- ২ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judges Court, Bankura
Enrolment No : F-684/2009

নোটিস

এই মর্মে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ শ্রীমতী অঞ্জু দাস, স্বামী- স্বর্গীয় কল্যাণ দাস, শ্রী তরুণ দাস, পিতা- স্বর্গীয় ভবানী প্রসাদ দাস এবং শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস, পিতা- স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ দাস, উহাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মূল দলিলপত্রসমূহ হারানো/অপহৃত/অপ্রাপ্য হইয়াছে— বিক্রয় দলিল নং ১৬৪২, সন ১৯১৮, সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তি—১৪এ, নেবুবাগান লেন, কলকাতা-৭০০০০৩। দানপত্র নং ৩২৭, সন ১৯৬০, বিক্রয় দলিল নং ৪৪৫৮, সন ১৯৬৩ এবং বিক্রয় দলিল নং ২৮০৯, সন ১৯৬৬, সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তি—১৪বি, নেবুবাগান লেন, কলকাতা-৭০০০০৩। উভয় সম্পত্তি শ্যামপুকুর থানা, কলকাতা-৭০০০০৩ এর অন্তর্গত। উক্ত দলিলপত্র হারানো সম্পর্কিতভাবে, আমার মক্কেলগণ শ্যামপুকুর থানায় সাধারণ ডায়েরি নথিভুক্ত করিয়াছেন। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি উপরিউক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন প্রকার আপত্তি/দাবি রাখেন অথবা আমার মক্কেলগণের দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর/বন্ধক প্রদানে আপত্তি থাকে, তবে তাহা লিখিত আকারে এই নোটিশ প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন আপত্তি/দাবি না আসিলে ধরা হইবে যে কোন আপত্তি নাই এবং উক্ত সম্পত্তি সকল প্রকার দায়মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সুব্রত সাঁতরা,
আইনজীবী
ফোন- ৯০৫১১৭২৬২১

In the Court of the Ld. District Consumer Disputes Redressal Commission, Nadia at Krishnagar

NOTICE

Complaint Case No. - CC/41/2024

Complainant
Subhasis Kundu
Pro. of M/S Kundu Enterprise
S/O- Lt. Khiti Ranjan Kundu
Residential Address -
Vill. Purba Badkulla, P.O.- Badkulla
P.S.-Taherpur, Dist.- Nadia, Pin.- 741121
Factory address
of vill.- Badkulla Bajpukur para,
P.O.-Badkulla, P.S.- Taherpur,
Dist. - Nadia, Pin.- 741121

Opposite Party
1) Manager of Rinisha Corporation of Bonogram Industrial Estate Bakhrahat Road, Kolkata- 700104.
2) J.B. Shipping Agency of 3, old Court House Corner, Kolkata - 700001.

এতদ্বারা অত্র নোটিশের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, উপরিউক্ত অভিযোগকারী উক্ত ২ নং প্রতিপক্ষ J. B. Shipping Agency এর বিরুদ্ধে অত্র কমিশনে উপরিউক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহাতে তাহারা উপরিউক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া তাহাদের বক্তব্য আদালতে দাখিল করে, উপরিউক্ত অভিযোগকারী তাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। অত্র নোটিশের মাধ্যমে উপরিউক্ত ২ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে আগামী ধার্য্য ০৮-০৯-২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে হাজির হইয়া অভিযোগকারীর অভিযোগ পত্রের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি বা জবাব দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Nadla, 09/07/25

ভ্রম সংশোধন

গত ইংরাজি ২৮/৮/২৫ তারিখে একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত গৌরহরি পাল ও গুণধর পাল সম্পর্কিত **'বিজ্ঞপ্তি'** বিজ্ঞাপনে **'মৌজা শিরনী'** এর পরিবর্তে **'মৌজা শিরশী'** পড়িতে হইবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে । ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মিরাজ আলি মল্লিক, পিতা- মরহুম এনায়েত আলি মল্লিক, সাকিম ও পোঃ- আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫, বিগত ইংরাজী ২৪/০৮/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর. - ১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-২৯৪/২০১৭ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সারভেশ কুমার**, পিতা- হলধর সিং, সাকিম- গোবরা বাগপাড়া, পোঃ- চন্ডীতলা, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৭০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি আমার বিক্রয় করিবার পূর্ণ অধিকার রইয়াছে।

<u>তপশীল</u>: জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল.নং ৪০, হাল (এল.আর.) ৫৪৮ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস.) ৪১৭ হাল (এল.আর.) ৫৬৯ নম্বর দাগে শালি ১৲ অংশে ২০ শতকের মধ্যে ০.৯৫০০ অংশে ১৯ (উনিশ) শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি- **সারভেশ কুমার (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী চন্দ্রলেখা বারুই, স্বামী- স্বর্গীয় লোকনাথ বারুই, সাকিম-বাহাদুরপুর, পোঃ- বেলমুড়ি, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০২, বিগত ইংরাজী ২২/০৫/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.- ২ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১৬৬০/২০২৩ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সৌকত সরকার**, পিতা- সাজেদ সরকার, সাকিম- কাগনান, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি আমার বিক্রয় করিবার পূর্ণ অধিকার রইয়াছে।

<u>তপশীল:</u> জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা - পশ্চিমশিকটা, জে.এল.নং ৩৮, হাল (এল.আর.) ৭৪৬ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত হাল (এল.আর.) ৯৮ নম্বর দাগে শালি ১৲ অংশে ৬১ শতকের মধ্যে ০.৩২৭৯ অংশে ২০ (কুড়ি) শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি -**সৌকত সরকার (আমমোক্তার)**

নোটিস

জেলা- হুগলী, মোকাম শ্রীরামপুরের মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

<u>এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৭১/২০২২</u>

শ্রীমতী মায়া গোয়েঙ্কা ...দরখাস্তকারীণি

<u>বিজ্ঞপ্তি</u>

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারীণি শ্রীমতী মায়া গোয়েঙ্কা, স্বামী স্বর্গীয় অরুন কুমার গোয়েঙ্কা, সাং ৮৯/৬৩, বাঙ্গুর পার্ক, পোষ্ট ও থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন কোড নং- ৭১২২৪৮ মহাশয়ার স্বামী স্বর্গীয় অরুন কুমার গোয়েঙ্কা মহাশয়, তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মায়া গোয়েঙ্কা, অত্র দরখাস্তকারীণি, তাহার একমাত্র পুত্র শ্রী নিকুঞ্জ গোয়েঙ্কা ও তাহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী দীপা গোয়েঙ্কা (পোদ্দার) মহাশয়া ও মহাশয় গণকে ওয়ারিশ রাখিয়া গত ইংরাজীর ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক সংস্থার ১৮০ (একশত আশি) টি ইক্যুইটি শেয়ার যাহার বর্তমান বাজার মূল্য ৪,৫০,৩৬০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিন শত ষাট টাকা), এলাহবাদ ব্যাঙ্কের, কলিকাতার শরৎ বোস রোড শাখার ৫০২০২৬৬৪৩২৫ নং টার্ম ডিপোজিট এ্যাকাউন্টে ৫৩,০২০/- (তিপ্পান্ন হাজার কুড়ি টাকা) (ম্যাচিওরড্ এ্যামাউন্টা ও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের, কলিকাতার মুখ্য শাখার ৪১২৬০৪৯০৪ নং সেভিংস এ্যাকাউন্টে ১০, ১৪১.৯৬/- (দশ হাজার এক শত একচল্লিশ টাকা ছিয়ানব্বুই পয়সা) একুনে মোট ৫, ১৩,৫২১.৯৬/- (পাঁচ লক্ষ তের হাজার পাঁচ শত একুশ টাকা ছিয়ানব্বুই পয়সা) গচ্ছিত রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। উক্ত টাকা সুদ সহ পাইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারীণি মাননীয় হুজুরাদালতে সাকশেশান সার্টিফিকেটের জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারো যদি কোন প্রকার বক্তব্য, আপত্তী প্রভৃতি থাকে তবে তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী একমাস কাল সময়ের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিল বাবু মারফৎ তাহা দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে। তারিখ- ২০/০১/২০২২।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অমিত কুমার আগরওয়ালা
শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলী।

আদালতের আদেশানুশারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার,
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলী, মোকাম চুঁচুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ্ আদালত।

<u>এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৯১/২০২৪</u>

দরখাস্তকারী :- ১) শ্রীমত্যা ইলা বিশ্বাস, স্বামী মৃত অনিল কুমার বিশ্বাস, **২) শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস,** পিতা মৃত অনিল কুমার বিশ্বাস, উভয়ের ঠিকানা গড়বাটী রোড, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৫। **৩) শ্রী সৌরভ বিশ্বাস,** পিতা মৃত অনিল কুমার বিশ্বাস, present residing at B 202, G.R. Queens Pride, Yelenahalli, Begur Koppa Road, Bangaluru-560068.

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন, সাং - উত্তর চন্দননগর গড়বাটী, থানা- চুঁচুড়া, জেলা ও সাব রেজিষ্ট্রী অফিস - হুগলী নিবাসী **সুধীর কুমার বিশ্বাস,** পিতা মৃত উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস - এর বিগত ইংরাজী ০২/০২/১৯৯৯ তারিখে সম্পাদিত ও উক্ত তারিখে এ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৯৯ সালের ১০ নং উইলের Letters of Administration Certificate প্রাপ্তির নিমিত্ত ইং ২৯/১১/২০২৪ তারিখে উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোল্লিখিত আদালতে হাজির হইয়া দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া গ্রাহ্য হইয়া যাইবে ।

দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
পঙ্কজ কুমার সাধু (এ্যাডভোকেট)

তাং- ১৮/০৭/২৫ আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ্ আদালত, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে, ১) দেবাশীষ ঘোষ, পিতা ধরণনীধর ঘোষ, বিকনা, বাঁকুড়া ২) কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, পিতা শ্রী সুধাংশু ঘোষ, ৩) অসিত ঘোষ, পিতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষ ৪) সৌমেন ঘোষ, পিতা শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সাকিম ও পোঃ শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, সামীল ২২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট শালবনী মৌজায় স্থিত হাল ও এল. আর মাপে ১৩২৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৬৬৫ দাগে ০৮ শতক ও ২৬৬৯ দাগে ০৯ শতক বাস্তুযোগ্য জমিন ১) মিঠু দাস স্বামী শ্রী চন্দন দাস, সাকিম-লালবাজার, বাঁকুড়া এর নিকট বাঁকুড়া ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ১ নং বহির ০১০১০৬১৭১/২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ১ নং বহির ০১০২০০২৫৫/ ২০২৩ নং রে: কৃত আমামোক্তার নামা ১) সমির দাস, পিতা- স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দাস সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া কে আমামোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া- ২ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judges Court, Bankura
Enrolment No : F-684/2009

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে, কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, পিতা শ্রী সুধাংশু ঘোষ, সাকিম ও পো: শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, সামীল ২২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট শালবনী মৌজায় স্থিত হাল ও এল. আর মাপে ১৩২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৬৬৫ দাগে ০২ শতক ও ২৬৬৯ দাগে ২.২৫ শতক বাস্তুযোগ্য জমিন ১) সুমিত্রা গরাই স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন গরাই, সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া এর নিকট বাঁকুড়া ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ১ নং বহির ০১০১০৬১৬৯/২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ১ নং বহির ০১০২০০২৫৫/২০২৩ নং রে: কৃত আমামোক্তার নামা ১) সমির দাস, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দাস সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া কে আমামোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া- ২ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judges Court, Bankura
Enrolment No : F-684/2009

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে, মুনমুন ঘোষ, স্বামী শ্রী দেবাশিষ ঘোষ সাকিম ও পো: বিকনা, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, সামীল ২২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট শালবনী মৌজায় স্থিত হাল ও এল. আর মাপে ১৩২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৬৬৫ দাগে ০২ শতক ও ২৬৬৯ দাগে ২.২৫ শতক বাস্তুযোগ্য জমিন ১) সুমিত্রা গরাই স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন গরাই, সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া, এর নিকট বাঁকুড়া ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ১ নং বহির ০১০১০৬১৬৭/২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ. ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ১ নং বহির ০১০২০০২৫৫/২০২৩ নং রে: কৃত আমামোক্তার নামা ১) সমির দাস, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দাস সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া কে আমামোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া- ২ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judges Court, Bankura
Enrolment No : F-684/2009

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে, সৌমেন ঘোষ, পিতা শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সাকিম ও পো: শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, সামীল ২২২ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট শালবনী মৌজায় স্থিত হাল ও এল. আর মাপে ১৩২৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৬৬৫ দাগে ০২ শতক ও ২৬৬৯ দাগে ২.২৫ শতক বাস্তুযোগ্য জমিন ১) সুমিত্রা গরাই স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন গরাই, সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া, এর নিকট বাঁকুড়া ডি. এস. আর অফিসের রেজি: ১ নং বহির ০১০১০৬১৭০/২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ. ডি. এস আর অফিসের রেজি: ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ১ নং বহির ০১০২০০২৫৫/২০২৩ নং রে: কৃত আমামোক্তার নামা ১) সমির দাস, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দাস সাকিম-পাটপুর, বাঁকুড়া কে আমামোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া- ২ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judges Court, Bankura
Enrolment No : F-684/2009

নোটিস

জেলা- হুগলী, মোকাম শ্রীরামপুরের মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

<u>এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৭/২০২৫</u>

এমডি. ইকবাল ...... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী এমডি. ইকবাল, পিতা-মরহুম সিরাজুদ্দীন, সাং ১৪, আর.এন.সা রোড, পোষ্ট ও থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন কোড নং- ৭১২২৪৮, মহাশয়ের পিতা মরহুম সিরাজুদ্দীন মহাশয় অত্র দরখাস্তকারীকে ওয়ারিশ রাখিয়া গত ইংরাজীর ১০/০৭/২০০৮ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত মরহুম সিরাজুদ্দীন মহাশয়ের ত্যক্ত ৬৭,১৬৮/- সাতষট্টি হাজার এক শত আটষট্টি টাকা তাহার নিয়োগকর্তা মেসার্স মুরলিধর রতনলাল এক্সপোর্ট লিমিটেড-এর একটি সংস্থা মেসার্স হেষ্টিংস জুট মিল- এ গ্র্যাচুইটি এ্যাকাউন্টে গচ্ছিত। এল বি নং- ৪৯৪৬। উক্ত টাকা সুদ সহ পাইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারী মাননীয় হুজুরাদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেটের জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারো যদি কোন প্রকার বক্তব্য, আপত্তী ইত্যাদি থাকে তবে তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ এক মাস কাল সময়ের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা নিযুক্তিয় উকিল বাবু মারফৎ তাহা দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী অমিত কুমার আগরওয়ালা
শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলী।

আদালতের আদেশানুশারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
(সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ।
তারিখ-১৩/০৮/২৫

নোটিস

In the Court of ld. Civil Civil Judge (Jr. Divn.) Ghatal Paschim Medinipur

<u>J. Misc Case No. 09 of 2024</u>

শ্রীমত্যা ভারতী পাঁজা দীং, ...দরখাস্তকারী

-বনাম-

শ্রী অভিরাম পাঁজা দীং,

দরখাস্তকারী- ক্ষুদিরাম পাঁজার লোকান্তে তাঁহার ওয়ারীশগণ, শ্রীমত্যা ভারতী পাঁজা, স্বামী স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম পাঁজা, সাং ও পোঃ- মনসুকা, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর + ০৫ জন।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারীগণের পূর্বাধিকারী ঘাটাল থানার অর্ন্তগত মনসুকা গ্রামের বাসিন্দা কিশোরী মোহন পাঁজা কর্ত্তৃক দরখাস্তকারীগণের পিতার নাম বরাবর ইং ০৪/০৮/১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত একখন্ড উইল সম্পাদনমতে রেজিষ্ট্রি করিয়া যান। পশ্চাৎ উক্ত কিশোরী মোহন পাঁজা গত ইং ২৯/১১/১৯৯৮ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। উক্ত উইলখানির Executor হিসাবে Probate পাইবার জন হুজুরাদালতে ক্ষুদিরাম পাঁজা দরখাস্ত করিয়াছিলেন ও তৎপরে ক্ষুদিরাম পাঁজা গত ইং ০৭/০৪/২০২৪ তারিখে পরলোকগমন করায় তাহার ওয়ারীশগণ অর্থাৎ উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইলখানির letter of administration মঞ্জুর করিবার সাপেক্ষে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ২৪/১১/২৫ তারিখে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অদ্য ইং ২৬-০৮-২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Jr. Divn.)
Court, Ghatal
26/08/2025

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform that, I, **Jyoti Sah** W/o Santosh Sah, residing at Rly. Qtr. No.- 398/C, Ward No.-26, Old Development, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 executed General Power of Attorney in respect of 18 Dec. property, vide Deed No IV- 0248/17 on 08/11/2017 at ADSR Kharagpur in favor of **Sunil Shaw** S/o Late Nitai Chandra Shaw residing at Puratan Bazar, Ward No-24, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 in respect of 18 Dec. property, Plot No. 865 R.S., Khatian No. 575/1 R.S., J.L. No. 312, Mouza- Sanjoal, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 03 Dec. Area, Plot No. 865 R.S., Khatian No. 575/1 R.S. & 2274 L.R., J.L. No. 312, R.S. Dag No.- 865, 1838 & 1839 L.R., Mouza- Sanjoal of the said property to **Samit Das** S/o Mahesh Das, R/o at Patna Mandir, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur -721301, through the Deed No. I-6040/19, on 21/08/2019 at A.D.S.R. Kharagpur.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with B.L& LRO office within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের নামে পিকনিক হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার প্রয়াত বিজেপি নেতা মনীশ শুক্লার জন্মদিন উপলক্ষে টিটাগড়ে 'সৃষ্টি' মানব সেবার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে নাবালক ও বয়স্কদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রী কোথায় ছিল। এখন তো ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অত্যাচার চলছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের নামে ওখানে তো পিকনিক হয়েছে। তাঁর দাবি, ধর্ষণ করছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং ধর্ষিতা হচ্ছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আর মমতা ব্যানার্জি তামাশা দেখছেন। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, ২৮ অগস্ট ছিল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা পালন কর্মসূচি। কংগ্রেসের কাছ থেকে সেটা তৃণমূল জোর করে কেড়ে নিয়েছে। ঠিক যেমন, ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন অনুষ্ঠান কংগ্রেসের ছিল। সেটাও তৃণমূল জোর করে কেড়ে নিয়েছে। এখন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে পাগলু ডান্স হয়। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ৪ অক্টোবর দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন বিজেপি নেতা মনীশ শুক্লা। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫ সালের পুরসভার নির্বাচনে মনীশকে দল টিকিট দেয়নি। নির্দল প্রার্থী হিসেবে টিটাগড়ের দু'দুটি ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছিলেন মনীশ শুক্লা। মনীশ জেতার পরেই ওকে হত্যার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছিল। হত্যার আগেও ওকে দু'বার টার্গেট করা হয়েছিল। যদিও ওকে একাধিকবার সতর্ক করেছিলাম। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিত্যরূপানন্দজি মহারাজ, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, মনীশ শুক্লার পিতা ড চন্দ্রমণি শুক্লা, প্রাক্তন কাউন্সিলর ওমপ্রকাশ গোন্ড ও মিলন কৃষ্ণ আশ, মণ্ডল সভাপতি ধরমপাল প্রসাদ, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সন্তোষ সিং, সন্তোষ রায়, বিজয় কুমার পান্ডে প্রমুখ।

‘আমার মাথায় ৪৬টি সেলাই আছে’, ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতিচারণায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্র আন্দোলনে দিনগুলিতে প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন তিনি; আবারও সেই স্মৃতিচারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ করলেন, তৎকালীন শাসক দল সিপিএম-এর আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। রাজনৈতিক উত্তরণের প্রতিটি ধাপে একাধিকবার তাঁকে মার খেতে হয়েছে, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু মাথা নোয়াননি, সমাবেশে এভাবেই নিজের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী। বামেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিজেপিকেও এক হাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বামপন্থীরা আজ বিজেপির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। কেরালার পাঠ্যবইয়ে নেতাজি সম্পর্কে লেখা হচ্ছে, তিনি নাকি ব্রিটিশদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আগে আবার নেতাজিকে বুর্জোয়া বলত, স্বাধীনতার পতাকা তোলেনি। সেই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের নানা ঘটনার কথাও উঠে আসে তাঁর মুখে। সুব্রত বক্সীর প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, বক্সীদা আমাদের সিনিয়র। আশুতোষ কলেজে ভোট হচ্ছিল। আমি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। দেখি সিপিএমের গুন্ডারা দুই ছেলেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশি অভিযানে লেকটাউনে উদ্ধার আলতা-সিঁদুরের জাল প্রোডাক্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, লেকটাউন: সামনেই পুজোর মরসুম। সেপ্টেম্বরের প্রায় শেষ দিকে শুরু হবে দেবী পক্ষ। যার শেষ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয়। এদিকে দশমীতে সিঁদুর খেলা বঙ্গের বিবাহিত নারীদের কাছে নিঃসন্দেহে এক বিশেষ আকর্ষণ। লক্ষ্মী পুজোর ঠিক ১৫ দিন পর হবে দেবী কালীর আরাধনাও। তারও পরে রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোও। এরই মাঝে থাকবে ছট পুজোও। এই ছট পুজোও আদতে মাতৃআরাধনাই। মায়ের এই আরাধনায় আলতা-সিঁদুর ছাড়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ভাবাও যায় না। আর এই পুজো শুরু হওয়ার ঠিক আগে কলকাতার লেকটাউনের দক্ষিণদাঁড়ি ঋষি অরবিন্দ কলোনিতে পুলিশি অভিযানে ধরা পড়ল খুকুমণি আলতা সিঁদুরের নকল কারখানা। এই প্রসঙ্গে খুকুমণি আলতা সিঁদুরের প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আলতা ও সিঁদুরের জগতে প্রখ্যাত এই খুকুমণি ব্র্যান্ডের নামে তৈরি হচ্ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের আলতা সিঁদুর। খুকুমণি আলতা সিঁদুরের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে বাজারে নেমেছিল বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। যা কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অবশেষে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। অবশেষে লেকটাউন থানা থেকে অভিযান চালানোর পর ধরা পড়ে এই খুকুমণি আলতা সিঁদুরের বহু নকল প্রোডাক্ট। আর এই প্রসঙ্গে খুকুমণি আলতা সিঁদুর কোম্পানির তরফ থেকে আমজনতাকে দেওয়া হয়েছে এক সতর্কবার্তাও। যেখানে বলা হয়েছে, কাচের শিশি ও সিল প্যাক দেখে কেনার।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংক্রান্ত অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত এবং মেসার্স গজানন্দ ট্রেড-লিংক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51109WB2007PTC120153) ... দরখাস্তকারী [illegible]

উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
গজানন্দ ট্রেড-লিংক প্রাইভেট লিমিটেড
অনিথা
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০৭১৩৮৯২৩

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংক্রান্ত অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত এবং মেসার্স পরিমল বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড ... দরখাস্তকারী [illegible]

পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
পরিমল বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
অনিথা
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০৭১৩৮৯২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী তরুণ বিশ্বাস পিতা- মনোরঞ্জন বিশ্বাস, স্বপ্নায়ান অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৫২/১, রামকৃষ্ণ নগর, পশ্চিম বড়িশা, রামকৃষ্ণ নগর ক্লাবের কাছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩।	**শ্রীমতী মানবিকা বিশ্বাস** স্বামী- তরুণ বিশ্বাস, স্বপ্নায়ান অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৫২/১, রামকৃষ্ণ নগর, পশ্চিম বড়িশা, রামকৃষ্ণ নগর ক্লাবের কাছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩।
শ্রী তরুণ বিশ্বাস ৪৭/১১, বড়িশা পূর্ব পাড়া রোড, পূর্ব বড়িশা, পোঃঅঃ- ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩।	**শ্রীমতী মানবিকা বিশ্বাস** স্বামী- তরুণ বিশ্বাস, ৪৭/১১, বড়িশা পূর্ব পাড়া রোড, পূর্ব বড়িশা, পোঃঅঃ- ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/412 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী তরুণ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী মানবিকা বিশ্বাস, অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৭৬০০৩২২১২, ৩৯৭৬০০৭৬৬৩৪ এবং ৪০৫০৪৮৭৬৫৫৬।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০৩/০৫/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **১১/০৭/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩ এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮৫০ বর্গফুট, যা তৃতীয় ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এতে দুটি বেডরুম, একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং-কিচেন, দুটি বাথরুম, এবং আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ বা সাধারণ স্থান ও সুবিধা রয়েছে, যা মোট ৭ কাঠা ১ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত, যেখানে বাকি ৬ কাঠা ১৪ ছটাক জমি কলকাতা পৌরসংস্থা এবং ড্রেন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্ল্যাটটি মৌজা-পূর্ব বাড়িশা, জে.এল. নং ২৩, আর.এস. নং ৪৩, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০ ও ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা- খাসপুর, প্রিমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, পোঃঅঃ- ঠাকুরপুকুর, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৪ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এবং এর সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- ১৮ ফুট কে.এম.সি. রোড; দক্ষিণে- দাগ নং ৩১/৩১৯৪-এর জমি; পূর্বে- শ্রী তাপস কুমার ঘোষ-এর জমি; পশ্চিমে- শ্রীমতী বকুল চক্রবর্তী-এর জমি।

সম্পত্তিটি শ্রী তরুণ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী মানবিকা বিশ্বাস-এর নামে রয়েছে, যা ২০১৭ সালের ডিড নং ১৬০৭০১১৫৯, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৮৭৬০ থেকে ৪৮৭৯৬ পর্যন্ত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৩২,০৪,৫১৯/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩ ধারার উপধারা (৮) -এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী কাঞ্চন দত্ত আই-৫, ৪র্থ ফ্লোর, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯	**শ্রীমতী দেবারতি দত্ত** আই-৫, ৪র্থ ফ্লোর, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/409 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী কাঞ্চন দত্ত এবং শ্রীমতী দেবারতি দত্ত, অ্যাকাউন্ট নং- ৩৯১৬৮৮৮০২৭৯ (বর্তমানে এইউসিএ-তে স্থানান্তরিত) (রেফারেন্স লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৬১২০৩৬১২১০৩)

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২০/১২/২০২৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **০৭/০৫/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

“স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট” নামক আবাসন কমপ্লেক্সের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং জে-৪ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২২৮ বর্গফুট, কিছু কম বা বেশি হতে পারে। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কার পার্কিং স্পেস নং সিএস-৫-এর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৫ বর্গফুট, কিছু কম বা বেশি হতে পারে। সাধারণ অংশ ও স্থান যেমন সিঁড়ি, লিফট, প্রবেশপথ, ড্রেনেজ, জলপথ, ফিক্সচার ও ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সুবিধা ও অন্যান্য আরামদায়ক অংশ ব্যবহারের অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পত্তিটি ৩৮০/১, যশোর রোড (দক্ষিণ), পূর্বে ওয়ার্ড নং ২০, বর্তমানে ওয়ার্ড নং ২২, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, থানা- বারাসাত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত।

উত্তরে- করিডোর; দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং এম; পূর্বে- খোলা প্রাঙ্গণ; পশ্চিমে- নিচের রাস্তা। ২০১৩ সালের ডিড নং ১৩১৩১ দ্বারা কাঞ্চন দত্ত এবং দেবারতি দত্ত নী মিত্র-এর নামে নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ৪৭,৯৭,২১৩/- টাকা, যা ৩০/১১/২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI এসবিআই এএমসিসি বেলদা (৬২৯৭১)

এসবিআই বেলদা শাখা বিল্ডিং পো. এবং থানা - বেলদা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৪, ইমেল : sbi.62971@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৬.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অশোক বরণ মহাপাত্র, পিতা শশী ভূষণ মহাপাত্র, গ্রাম - আলানগিরি, পো - আলানগিরি, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪২০,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৬৭,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ সাতষট্টি হাজার টাকা) **০৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২০,৬৭,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ সাতষট্টি হাজার টাকা) **০৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তপশিল : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : আলানগিরি, জেএল নং ৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫৭, এলআর খতিয়ান নং ১১৬/১ (অংশ), আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭০০, এরিয়া : ০৩ (১.৫-১.৫) ডেসিমেল, শ্রেণি : বাস্তু (পরিবর্তিত), রেজি. দলিল হস্তান্তর নং : ১-৭৩১০/১৯৯৩ তারিখ ১০.১১.১৯৯৩।

সম্পত্তি শ্রী অশোক বরণ মহাপাত্র, পিতা শশী ভূষণ মহাপাত্র, এর নামে, গ্রাম এবং পো : আলানগিরি, থানা : এগরা, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪২০।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গভ. নয়ানজুলি এবং রাস্তা; **দক্ষিণে :** শরৎ চন্দ্র মাইতি বর্তমানে বিমলেন্দু মাইতি এবং অন্যান্য; **পূর্বে :** পুররঞ্জন জানা সংশ্লিষ্ট প্লটে(পূর্বের); **পশ্চিমে :** ফনীভূষণ মহাপাত্র সংশ্লিষ্ট প্লটে।

তারিখ - ২৬.০৮.২০২৫
স্থান - বেলদা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃঅঃ- দুইল্যা, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২।	**শ্রী গৌতম খাড়া, দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর জামিনদার** পিতা- শ্রী নিত্যানন্দ খাড়া, জে. সি. চক্রবর্তী রোড, পাতকুয়াতলা, গ্রাম ও পোঃঅঃ- দুইল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২।
শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর জামিনদার পিতা- বাসুদেব ভট্টাচার্য, চড়াকডাঙা, পোঃঅঃ- দুইল্যা, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২।	**শ্রী গৌতম ঘোষ, দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড-এর জামিনদার** পাতকুয়াতলা, দুইল্যা, পোঃঅঃ- দুইল্যা, হাওড়া - ৭১১৩০২।
শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য, ডিরেক্টর গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃঅঃ- দুইল্যা, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২।	**শ্রী গৌতম ঘোষ** পরিচালক গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় তলা, আন্দুল রোড, পোঃঅঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২।
শ্রী গৌতম খাড়া পরিচালক গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃঅঃ- দুইল্যা, থানা - সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২।	

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/411 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং ৩১৫১৭০৬১৬৬০।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১০/০৮/২০১৮** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **১৩/১২/২০১৮** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

গ্ল্যামার বিল্ডিং নামক ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩২০০ বর্গফুট এবং এর সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের জমি রয়েছে, যা ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট বা তার থেকে কিছু বেশি বা কম পরিমাণের জমির উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং ৭৭৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৮, এল.আর. দাগ নং ৭৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১/১, জে.এল. ৩৫, মৌজা - দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া -তে অবস্থিত। (২০০৯ সালের ১৫.০৯.২০০৯ তারিখে ডিড অফ কনভিয়েন্স নং ৩৭০৯, বুক নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০ পর্যন্ত মেসার্স ৩ গাইজ-এর নামে নিবন্ধিত, এর পক্ষ থেকে আছেন ১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খাড়া এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য)। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তর- ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড; দক্ষিণ-জমি ও ইমারত দাগ নং ৭৮০; পূর্ব- জমি ও ইমারত দাগ নং ৭৭৯; পশ্চিম- জমি ও ইমারত দাগ নং ৭৭৩।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ২,৮৩,৭৬,০৯৮/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স. ফাইভ স্টার ফিশারিজ, (স্বত্বাধিকারী- প্রয়াত আবুজাফর লস্কর) (মৃত, আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে) গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।	**রিয়াজউদ্দিন লস্কর, জামিনদার** প্রয়াত আবু জাফর লস্করের পুত্র এবং আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।
উম্মে মোসাম লস্কর স্বামী- প্রয়াত আবু জাফর লস্কর, গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।	**রানা বাবু লস্কর** প্রয়াত আবু জাফর লস্করের পুত্র এবং আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।
রিজভী লস্কর প্রয়াত আবু জাফর লস্করের কন্যা এবং আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।	**জেমাইমা খাতুন** প্রয়াত আবু জাফর লস্করের কন্যা এবং আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, গ্রাম- সরবেড়িয়া, কুমরাখালি, পোস্ট অফিস- এফ.এস. হাট, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/408 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: মেসার্স. ফাইভ স্টার ফিশারিজ, অ্যাকাউন্ট নং ৩১২১৩৪৫৯৭০২ এবং ৩৬৭৩৬০৬২৭৩৭।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৭/০৪/২০২৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **১৩/০৭/২০২৩** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

প্রায় ২৬ শতক (মোট ১১৩২৫ বর্গফুট) জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত দোতলা ভবন, যা দাগ নং ১৪২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৩৮, মৌজা- ফকিরতাকিয়া, জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ২২, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-র অন্তর্গত। সীমানা নিম্নরূপ- উত্তর- এম মোল্লার জমি; দক্ষিণ- আর মাইতির জমি; পূর্ব- জুবের গাজীর জমি; পশ্চিম- এম পলের জমি। রিয়াজউদ্দিন লস্করের নামে ০৩.০৫.১৯৯৫ তারিখে নিবন্ধিত ডিড নং আই-২৩৮৫ এবং আই-২৩৮৬-এর মাধ্যমে এটি লিপিবদ্ধ।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ১,০৪,৩২,৬৪১/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : তারা মা টাওয়ার, বিত-৭১সি/১৬১ বি বি টি রোড, বিবেকানন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা-৭০০১৪১
CIN : L14101WB2024PLC267500
ফোন টেলিফোন +৯১ ৩৩২ ৯৫০ ১০৫৬; ই-মেইল : info@forcasstudio.in ওয়েবসাইট www.focasstudio.in

ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেড (“কোম্পানি”) এর দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (“ভিসি”)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (“ওএভিএম”) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে পঠিত হবে, যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (“এমসিএ সার্কুলার”) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (“সেবি সার্কুলার”) দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার সহ পঠিত হবে, যাতে কোম্পানির দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা যায়।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এটির জন্য অনুরোধ করবেন, তবে আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণ করে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, অন্যান্যের মধ্যে, ই-ভোটিং পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন, যথাসময়ে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (“আরটিএ”)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত নয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনের নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.focasstudio.in/এও পাওয়া যাবে, স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন। এনএসই www.nseindia.com ঠিকানায় এবং এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা) এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com ঠিকানায়ও পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক কোম্পানির দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা, যারা ভৌত আকারে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদান করতে পারবেন। যারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোটদান করেননি, এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে;
খ) বাস্তব আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে :
১) কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড, কে ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, টি-৩৪ দ্বিতীয় তলা, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ II, নয়াদিল্লি-১১০০২০-তে লিখিতভাবে অথবা;
২) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে info@masserv.com-এ ই-মেইল পাঠিয়ে।

ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার সীমিত উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল নিবন্ধনের জন্য পূর্বোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

ফোরকাস স্টুডিও লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শৈলেশ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিন : ০২৮৫৬৯৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮-০৮-২০২৫

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নির্মল চক্রবর্তী ফ্ল্যাট নং ৪সি, চতুর্থ ফ্লোর, হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩, দেশবন্ধু সরণি, পোঃঅঃ- ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭।	**নির্মল চক্রবর্তী** প্রযত্নে - রন্তকার প্রধান, মাকঙ্গেশ্বরী কালী মন্দিরের কাছে, পোঃঅঃ- ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭।
নির্মল চক্রবর্তী প্রযত্নে , মন্মথ নাথ সরকার, বালি রামচন্দ্রপুর, দুর্গাপুর, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২০৫।	

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/410 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট : শ্রী নির্মল চক্রবর্তী, অ্যাকাউন্ট নং ৩৭২৫২৫৭৬৩২৪ এবং ৩৭২৫২৫৮৬৪৭৯।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৯/১০/২০২১** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২৯/০১/২০২২** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট- ৩ নামক জি+৪ বহুতল ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪সি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট, যাতে দুটি বেডরুম, একটি হল কাম ডাইনিং স্পেস, একটি খোলা রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। এটি মৌজা- বালি, আর.এস. খতিয়ান নং ৪১৪৮, আর.এস. দাগ নং ৭৫৪২, থানা- নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১২০৫ -এর অন্তর্গত নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এর সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির ৭ সালাক অংশ রয়েছে, যার উপর হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট- ৩ নামক জি+৪ বহুতল ভবনটি নির্মিত।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৪ডি; দক্ষিণে- খোলা আকাশ; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- ল্যান্ডিং, সিঁড়ি এবং লিফট।

২০১৭ সালের ডিড নং ০৫০১০৯৭৮২, বুক নং- ১, ভলিউম নং- ০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৬৮৭৩১ থেকে ২৬৮৭৭০ পর্যন্ত নির্মল চক্রবর্তীর নামে নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৩০,৯৩,৯৬৪/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মোহাম্মদ ওয়াজিদ ৩৬, পিলখানা ৩য় লেন, এসি মার্কেট, হাওড়া - ৭১১১০১।	**মোহাম্মদ ওয়াজিদ** ৩/২০, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১১।
ইফ্ফাত পারভীন ৩৬, পিলখানা ৩য় লেন, এসি মার্কেট, হাওড়া - ৭১১১০১।	**মোহাম্মদ ওয়াজিদ** পূর্তি ফ্লাওয়ার্স, ফ্ল্যাট নং বিএফ, ৮ম ফ্লোর, ব্লক - লোবেলিয়া, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯ নিউ স্ট্রিট বি.বি.টি. রোড, চাকমীরা জলকল, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১।
ইফ্ফাত পারভীন ৩/২০, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১১।	**ইফ্ফাত পারভীন** পূর্তি ফ্লাওয়ার্স, ফ্ল্যাট নং বিএফ, ৮ম ফ্লোর, ব্লক - লোবেলিয়া, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯ নিউ স্ট্রিট বি.বি.টি. রোড, চাকমীরা জলকল, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/413 — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: মোহাম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফাত পারভীন, অ্যাকাউন্ট নং ৩৭৩৪ ৮৮৫৮ ৯১৫ এবং ৪০৭৭ ১১০৭ ১৮৬।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১১/০৩/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **০৯/০৯/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

ফ্ল্যাট এর সকল যা লোবেলিয়া ব্লকের অষ্টম ফ্লোরে অবস্থিত, যার ইউনিট নং ৮ এফ লোবেলিয়া, টাইপ স্ট্যান্ডার্ড, মোট বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় ৯৯১.৫ বর্গফুট (মোট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১৩২২ বর্গফুট) এবং এর সাথে পার্কিং-এর অধিকার রয়েছে যেখানে একটি মাঝারি আকারের মোটরগাড়ি পার্ক করা যাবে, যার খোলা এবং নির্ভরশীল স্থানের এরিয়া প্রায় ৫০ বর্গফুট, যা ১৩ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট বা তার কম বেশি এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এইচ৪-৬৯/ নিউ স্ট্রিট বি.বি.টি. রোড-এ, যা দাগ নং ৪৪৯/৭১৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৫৪, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৩৪৭, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৩৯৫/৮০৫-এর অন্তর্গত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৩১৬, ১৭০, ৪৬৩, ৪৭৮, ২৮৯, ৪০৯,৪৫৮, ১৯৬, ৩১৬, ৪৭৮ এবং পূর্ববর্তী আই.আর. খতিয়ান নং ১১৭৫, ১১৭৭ এবং বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৪৩-এ লিপিবদ্ধ, জে.এল. নং ৮, মৌজা- চাকমীরা, পরগনা বালিয়া, মহেশতলা পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, থানা- মহেশতলা, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এবং এর সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪; দক্ষিণে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড; পূর্বে আর.এস. দাগ নং ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৫, ৩৯৩, ৩৮৬, ৩৮৫; পশ্চিমে আর.এস. দাগ নং ৪৪১, ৪৪৫, ৪৪৬।

স্বত্বাধিকারী:- মোহাম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফফাত পারভীন, ২০১৮ সালের ডিড নং ১৬০৭০৩৫৪৯, বুক নং- ১, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩১৭৫ থেকে ১১৩২২৯ পর্যন্ত এ.ডি.এস.আর., বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ৫২,০৫,৪৫৮/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

নিয়োগ নিয়ে বিচারকরাই দ্বিমত, ফের প্রশ্নের মুখে কলেজিয়াম ব্যবস্থা

হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট। বহুদিন ধরেই এদেশে বিচারপতিদের নিয়োগ থেকে পদোন্নতি সবটাই কলেজিয়াম ব্যবস্থায় চলছে। কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে নিয়ে সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচারপতিদের নিয়োগ অথবা পদোন্নতির অনুমোদন দেয়। এই পদ্ধতি কতটা যুক্তিযুক্ত এই নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। কলেজিয়াম ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পক্ষেও একাধিকবার সওয়াল করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে গত ৭৮ বছরে কোনও সরকারই এই ব্যবস্থা তুলে দিতে তৎপর হয়নি। মোদি জমানায় অবশ্য কলেজিয়াম ব্যবস্থা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। তার সবই অযৌক্তিক এমনও ভাবার কারণ নেই। যদিও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই কলেজিয়াম প্রথা তুলে দেওয়ার বিপক্ষে। এই আবহে ফের আরও একবার প্রশ্নের মুখে কলেজিয়াম প্রথা। উপলক্ষ্য সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারপতির নিয়োগ। যা নিয়ে এখন গোল বেধেছে খোদ সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির কলেজিয়ামে। ওই দু'জন হলেন, বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অলক আরাধে ও পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলি। সম্প্রতি এই দুজনকে সুপ্রিম কোর্টের শূন্য পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে শীর্ষ আদালতের কলেজিয়াম। কিন্তু কলেজিয়ামের এক সদস্য এই সুপারিশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যা বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। প্রশ্ন উঠেছে বিচারপতি বিপুল এস পানচোলির নামে। তাঁর নামে আপত্তি তোলেন কলেজিয়ামের অন্যতম সদস্য বিচারপতি বি ভি নাগারত্না। লিখিতভাবে সেই আপত্তি বা ডিসেন্ট নোট জমাও দিয়েছেন তিনি। বিচারপতি নাগারত্নার বক্তব্য, গুজরাত হাইকোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই দু'জন বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে রয়েছেন। তাঁরা হলেন বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং এনভি আনজারিয়া। এর ফলে গুজরাত হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে আসতে চলেছেন। যার জেরে শীর্ষ আদালতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বিঘ্নিত হতে পারে। এমনই আশঙ্কা বিচারপতি নাগারত্নার। তবে কলেজিয়ামে মতবিরোধ এভাবে প্রকাশ্যে আসাটা বিচারব্যবস্থার পক্ষে ভালো লক্ষণ নয়।

শব্দবাণ-৩৭২

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■		৮	৯
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. যেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে ৩. মুখ শুকিয়ে যা ৫. ঈশ্বর, ভগবান ৭. পক্ষান্তরে ৮. অপসারণ ১০. বন্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অল্পগরম, ঈষদুষ্ণ ২. কপালে চন্দনাদির ফোঁটা দেওয়া ৩. অদ্ভুত ৪. শুভকর ৬. মৃত্যুদেবতা, যম ৯. পাগড়ি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭১

পাশাপাশি: ১. জলস্তর ৩. নাকাল ৪. ফোকট ৬. সমষ্টি ৯. দখনে ১০. লালাটিক।

উপর-নীচ: ১. জলসা ২. রফিক ৩. নাভিশ্বাস ৫. টনটনে ৭. মশলা ৮. ভেদক।

জন্মদিন

আজকের দিন

ধ্যানচাঁদ

১৯০৫ হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন।
১৯১৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামকৃষ্ণ হেগড়ের জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতম পোড়েলের জন্মদিন।

টোটো চালককে মারধরের অভিযোগ

পুলিশকর্তার অপসারণের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ সামসিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টোটো চালককে মারধরের ঘটনায় এক পুলিশ অফিসারকে অপসারণের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার চাঁচোল মহকুমার সামসিতে সাতসকালে ওই টোটো চালককে মারধর করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যায় রতুয়া থানার এক পুলিশ কর্তা বলে অভিযোগ। এরপর আহত টোটো চালককে প্রথমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এরপরই বিষয়টি জানাজানি হতে সামসি স্ট্যান্ডের কাছেই ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সামিল হন শতাধিক টোটো চালকেরা। সেখানেই বিক্ষোভকারীরা অভিযুক্ত ওই পুলিশকর্তার অপসারণের দাবি তোলেন। যদিও এই ঘটনার পর রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী অবরোধ স্থলে পৌঁছায়। পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত টোটো চালকের নাম ইউনুস আলি (৩৫)। তার বাড়ি সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী টোটো চালকেরা জানিয়েছেন, এদিন ভোরে সামসি রেল স্টেশনে এক যাত্রী রাখতে যান টোটো চালক ইউনুস আলি। এরপর যাত্রী রেখে এসে সামসি স্ট্যান্ডের কাছে রাস্তায় টোটো দাঁড় করিয়ে তিনি চা খাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় রতুয়া থানার পুলিশের গাড়ি এসে টোটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপরই একজন পুলিশ অফিসার ওই টোটো চালককে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধরের ফলে গুরতর আহত হন টোটো চালক ইউনুস। বিক্ষোভকারী টোটো চালকদের দাবি, এলাকায় টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন অসংখ্য বেকার যুবকেরা। যার ফলে এখন ভিন রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতাও কমে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশের এরকম হয়রানির শিকার থেকে রেহাই পেতে এদিন তারা বিক্ষোভ দেখান। সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কলিমুদ্দিন সামস্ জানিয়েছেন, 'ওই টোটো চালককে মারধরের ঘটনার পর আমি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলি। পরে পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেছি। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে এই ধরনের ঘটনা আগামীতে ঘটবে না।' যদিও রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'বেশ কিছুদিন ধরে সামসি এলাকায় ভোরে বিভিন্ন সোনার দোকান ও ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রে পুলিশ নজরদারি চালানোর পাশাপাশি সন্দেহজনক কাউকে মনে হলে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এদিন হয়তো তেমনি কোনও জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনাকে কেউ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে কাউকে মারধর করা হয়নি।'

ঠাকুরবাড়ি থেকে কংগ্রেস জেলা নেত্রীকে বের করে দেওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: কংগ্রেস জেলা নেত্রী ঠাকুরবাড়িতে গড়ে ওঠা ধর্মীয় ক্যাম্পে গেলে, তাঁকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সুব্রত ঠাকুরের বিরুদ্ধে। পালটা কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, 'ঠাকুরবাড়ি যেন রাজনীতিমুক্ত থাকে। ঠাকুরবাড়ির মন্দির যেন রাজনীতি মুক্ত থাকে।' জানা গিয়েছে, শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে যান জেলা কংগ্রেসের নতুন জেলা সভা নেত্রী ইন্দ্রানী দত্ত চ্যাটার্জি। এদিন প্রথমে তিনি ঠাকুরবাড়ির মন্দিরে পুজো দেন। পরবর্তীতে ঠাকুরবাড়িতে শান্তনু এবং সুব্রত ঠাকুরের ধর্মীয় সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্যাম্পে যান এবং সাধারণ মতুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের বোঝান, কেন এখন তাঁদের সার্টিফিকেট দিয়ে হিন্দুত্বের প্রমাণ করতে হবে। তাঁদের কোনও ভয় নেই। যাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে যারা ভোট দেন, তাঁরা এখানকার নাগরিক। অভিযোগ, এমন সময় হঠাৎই সুব্রত ঠাকুর এসে সেখান থেকে তাঁকে চলে যেতে বলেন। তখন ইন্দ্রানী, সুব্রত ঠাকুরকে বলেন, তিনি পুজো দিতে কী আসতে পারেন না? উত্তরে সুব্রত ঠাকুরকে বলতে শোনা যায়, 'তাহলে মন্দিরের কাছে চলুন এখানে কাজ চলছে, কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন?' পরবর্তীতে ইন্দ্রানী দাবি করেন, তাঁরা এসেছিলেন একটা বার্তা দিতে যাতে ঠাকুরবাড়ির এই মন্দির রাজনীতি মুক্ত থাকে। কিন্তু সুব্রত ঠাকুর তাঁকে বের করে দিয়েছে। এই বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের আইটি সেলের সদস্য এবং মতুয়া ধর্ম প্রচারক রাজদীপ রায় বলেন, 'উনি যদি পুজো দিতে আসেন তাহলে হাজারবার স্বাগতম। কিন্তু রাজনৈতিক রুটি সেঁকতে আসলে, হিতে বিপরীত হতে পারে। ধর্মীয় সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম নিয়ে কিছু বলার থাকলে আলোচনায় বসতে পারতেন।' একইসঙ্গে রাজদীপ বলেন, 'উনি কী জানেন বাংলাদেশ থেকে কত মুসলিম এখানে এসে হিন্দু সেজে আছে? ধরা পড়েছে। নাগরিকত্বের

আন্দোলন পি আর ঠাকুরের থেকে শুরু হয়েছিল। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকলে যদি কেউ নাগরিক হয়, তাহলে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে কেন ৭১ সালের দলিল চাইছে? কেনই বা এতো আবেদন খারিজ করছে? তার উত্তর দিক। ঠাকুরবাড়ি রাজনৈতিক রুটি সেঁকার জায়গা না।' সুব্রত ঠাকুরের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সুব্রত ঠাকুর যা করেছে ঠিক করেছে। পুজো দিতে এসে ক্যাম্পে গেছেন কী করতে?' এই বিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন, 'যদি কেউ ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে আসেন তাহলে তাঁকে স্বাগতম। কিন্তু রাজনীতি করতে আসলে আমরা তা মানবো না। ঠাকুবাড়িতে রাজনীতিক আগেও ছিল, থাকবে।'

বাঁকুড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু বাড়ছে, কারণ খতিয়ে দেখার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় জলে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বাঁকুড়ায় গত মঙ্গলবার তিনটি ও রবিবার একটি মৃতদেহ নদী ও সেচ ক্যানেল থেকে পাওয়া গিয়েছে। গত চারদিনে ৪টি মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। বৃহস্পতিবার এনিয়ে জেলাবাসীদের প্রশ্ন করা হলে উদ্বেগের বিষয় জানা যায়। গত মঙ্গলবার বেলিয়াতোড়ের আমঠিয়া গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চন রায় (৩৮) এর মৃতদেহ শালী নদী থেকে উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কাঞ্চনবাবু প্রতিদিন শালী নদী পার হয়ে জগন্নাথপুরে কাজে যান। আবার গত মঙ্গলবারই পাশের গ্রাম মুক্তাপুরের বাসিন্দা দিলীপ বাদ্যকর (৫০) এর মৃতদেহ শালী নদী থেকে উদ্ধার হয়। এইদিনই ইন্দপুরের ভতড়া গ্রামের বাসিন্দা দশরথ রায় (৫০) এর মৃতদেহ স্থানীয় সেচ ক্যানেলের জলে পাওয়া যায়। তিনি গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। গত রবিবার শালতোড়ার দামোদর নদের চর থেকে গৃহবধু সুস্মিতা মালাকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এক্ষেত্রে নদীটি বাঁকুড়া জেলার হলেও মৃতার বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বেলিয়াতোড়ের সুব্রত দাস ও সোনামুখির অনন্ত চ্যাটার্জি বলেন, চলতি বছরে বর্ষা ঢুকেছে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়। সেসময় থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫-১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। শুধুমাত্র দ্বারকেশ্বর নদে ১০ জন ও শিলাবতী নদীতে ২ জন জলে ডুবে মারা গেছেন। এটা চিন্তার বিষয়। তাই এগুলির প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। অমরকাননের বাসিন্দা প্রদীপ রায় ও তপন রায় জানান, এবছর জলে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি। এসপ্তাহেই জেলার নদী ও সেচখালে ৪টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদের কেউ ২ দিন আবার কেউ ৫ দিন নিখোঁজ ছিলেন। তাই মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। দ্বারকেশ্বর ও শালীনদীর পাড়ের বাসিন্দাদের অনেকের অভিযোগ, অপরিকল্পিত বালি তোলাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গত দু'মাসে প্রায় ১৬টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেগুলির কারণ খুঁজে দেখা দরকার।

কুমারডিহিতে ইসিএলের পানীয় জলের প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল), কয়েক দশক ধরে কয়লা উত্তোলনে অবদান রেখে আসছে। এখন এটি কয়লা উৎপাদনের পাশাপাশি 'কয়লা নীর' নামে প্যাকেটজাত পানীয় জল উৎপাদন করবে। ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়া এই উদ্যোগ শুরু করবে। কুমারডিহির ডিহি পার্কের কাছে ইসিএলের জমিতে একটি প্যাকেটজাত পানীয় জলের প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কয়লা খনির জল থেকে 'কয়লা নীর' উৎপাদন করা হবে। বাঁকোলা এরিয়ার কোলিয়ারি এই প্রকল্প সম্পর্কে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। উচ্চতর অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পটি গতি পাবে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের ব্যয় হবে ৮ কোটি টাকা। প্রায় দেড় থেকে দুই বছর আগে, আইআইটি, বিএইচইউ (বারাণসী) থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল কয়লা খনির জল জরিপ করতে এসেছিল। জরিপের পর, প্রতিবেদনে কয়লা খনির জলের সঠিক ব্যবহারের জন্য প্যাকেজড পানীয় জল উৎপাদনের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে ডব্লিউসিএল-এর নাগপুর এলাকার পাটানসোঙ্গিতে খনির নিচ থেকে জলের উৎপাদন শুরু হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইসিএল- এ 'কয়লা নীর' উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। ইনস্টলেশনের পর, প্ল্যান্টটি স্থাপনকারী সংস্থা পরবর্তী এক বছরের জন্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এই সময়ের মধ্যে উক্ত সংস্থাটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণও দেবে। এরপরে, প্ল্যান্টের দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে থাকবে। এই প্ল্যান্ট থেকে কত শতাংশ আয় ইসিএল-এ যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই পণ্যটি 'কয়লা নীর' ব্র্যান্ড হিসেবে বাজারে আসবে। বাঁকোলা এলাকার জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার সাহু বলেন, 'কয়লা নীর' প্ল্যান্টের জন্য একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই দিকে কাজ চলছে।

বাঁকোলা এলাকার পরিবেশ কর্মকর্তা অর্ণব পাহাড়ি বলেন, 'কুমারডিহি এলাকায় ২টি ওসিপি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওই দুটি খনিকে কেন্দ্র করে একটি প্যাকেজড পানীয় জলের প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য নীলনকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত দুটি ওসিপি প্রায় ৬৬ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং গভীরতা প্রায় ২৫০ মিটার। প্ল্যান্টটি পরিচালনার জন্য প্রতিদিন ১০ হাজার কিলোলিটার জলের প্রয়োজন হবে। যা এই দুটি ওসিপি দ্বারা পূরণ করা হবে। এ ছাড়া, টুমনি নদীর জল এবং শ্যামসুন্দরপুর কয়লা খনির পাথর উত্তোলন থেকে অতিরিক্ত জল এই প্ল্যান্টটি পরিচালনায় সহায়তা করবে। প্ল্যান্টটিতে ২টি অংশ থাকবে। প্রথম অংশটি হবে জল শোধন এবং মান নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বিতীয় অংশটি হবে ভরাট, সমতলকরণ, মুদ্রণ এবং প্যাকেজিং। এই প্ল্যান্টটি প্রতি মিনিটে ৬০ বোতল জল এবং প্রতি ঘণ্টায় ৩৬০০ বোতল জল উৎপাদন করবে।'

আরামবাগে বর্ষীয়ান সাংবাদিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার বর্ষীয়ান সাংবাদিক সুব্রত যশের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সাংবাদিক মহলে। এই মহকুমায় ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া জগতের সূচনাকালের জনপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন তিনি। তারপর প্রিন্ট মিডিয়াতেও কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর আগের কয়েক দিন পর্যন্ত নির্ভিকতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছিলেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর শরীরে জটিল রোগের বাসা বেঁধেছিল। বার বার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিও করতে হয়েছিল। সেই সময় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও, এবারে আর শেষ রক্ষা হয়নি। কলকাতার এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সুব্রতবাবুর মৃত্যুতে আরামবাগ মহকুমার সিনিয়ার সাংবাদিকরা শোক প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে আরামবাগ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'হঠাৎ করে খবর পেলাম সুব্রতদা আর নেই। প্রথমে মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু বিধাতার কাছে সবাইকেই মাথা নত করতে হয়।'

বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শনে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বৃহস্পতিবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কীরেন্দ্র নাড়া। মূলত বালুরঘাট রেল স্টেশনে চলা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরো কয়েকটি রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম। জানাগিয়েছে, বালুরঘাট রেল স্টেশনকে উন্নতমানের পরিকাঠামো যুক্ত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে নানা উন্নয়নমূলক কাজ। যার মধ্যে অন্যতম হলো সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ। পিট লাইনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, সিক লাইনের কাজ চলছে। পাশাপাশি চলন্ত সিঁড়ি ও নতুন প্লাটফর্মের কাজ চলছে। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন ডিআরএম। এদিনের এই পরিদর্শনে ডিআরএম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেলের অন্যান্য আধিকারিক। এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কীরেন্দ্র নাড়া বলেন, 'অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় বালুরঘাট রেল স্টেশনে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করবার চেষ্টা চলছে। অনেক কাজ এখনো বাকি রয়েছে। আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে সেগুলো শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী অরুণ দাস পিতা- প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দাস, বজবজ ফায়ার সার্ভিস কোয়ার্টার নং- ১, ব্লক - এ, রুম- ৪, ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাস্তা, কলকাতা - ৭০০১৩৭।	**শ্রী অরুণ দাস** পিতা- প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দাস, গ্রাম ও পোঃঅঃ- উত্তর রায়পুর, চিত্তরঞ্জন ভোডাফোন টাওয়ারের কাছে (শ্যামপুর পাইকপাড়া), পরিমল মণ্ডলের দোকানের কাছে, থানা- বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৭।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/394 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী অরুণ দাস, অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৫০৯৯৪৭৬৮২ এবং ৩৯৫১০০১৫৬০৬।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০১/১১/২০২৩** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২৩/১০/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

ডিড নং- ১৬১০০১১১৬, বুক-১, ভলিউম নং- ১৬১০-২০২০, পৃষ্ঠা- ২৫৬৫২ থেকে ২৫৬৭২, এডিএসআর বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে নিবন্ধিত দ্বারা বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।

স্বত্বাধিকারী- শ্রী অরুণ দাস

১৮০০ বর্গফুট (কভারেজ এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গফুট) বা তার থেকে কিছু বেশি বা কম পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত একতলা ভবন, যা মৌজা- উত্তর রায়পুর, জে.এল. নং- ১৫, তৌজি নং- ৩৫৫, আর.এস.এ. নং- ৩৮, আর.এস. দাগ নং- ৩৩৬/৪৭৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ২১৭৯, এল.আর. দাগ নং- ৩৯২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৩৪, উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বজবজ, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০১৩৭-এর অন্তর্গত।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- পদ্মা ঘোষের জমি; দক্ষিণে- পরিমল মণ্ডলের জমি; পূর্বে- ৪ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, তারপর পরিমল মণ্ডলের জমি; পশ্চিমে- পরিমল মণ্ডলের জমি।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১০/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ১৪,৯২,১৭৩/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স দ্বিরাজ হিরো, স্বত্বাধিকারী - সিমসন হালদার এল.আই.সি. বিল্ডিং, পিয়াস কমপ্লেক্স, পো. - রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৩	**সিমসন হালদার** পিতা- মদন মোহন হালদার, ডাক্তারের ঘেরি, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৩
শ্রী ধুলাপদ হালদার পিতা- দ্বিজ পদ হালদার, রায়দিঘি আবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৩	**শ্রী মদন মোহন হালদার** পিতা- দ্বিজ পদ হালদার, ডাক্তারের ঘেরি, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৩

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/396 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট : মেসার্স. দ্বিরাজ হিরো, অ্যাকাউন্ট নং ৩৬১৭৬৪৫৩৩৪১

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৬/০৩/২০২২** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **০৮/০৬/২০২২** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

স্বত্বাধিকারী- মদন মোহন হালদার এবং ধুলাপদ হালদার

১১ শতক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত দোতলা ভবন, যা মৌজা- কঙ্কনদিঘি, জে.এল. নং- ১১২, তৌজি নং- ১২৭, খতিয়ান নং- ২৪৪৯, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৮০, এল.আর. দাগ নং- ৩৬৫৯, গ্রাম- কঙ্কনদিঘি, পো. - কঙ্কনদিঘি, থানা - রায়দিঘি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পিন নং- ৭৪৩৩৮৩-এ অবস্থিত, যা ১৯৮৯ সালের গিফট ডিড নং- আই-২৭৫৫-এর মাধ্যমে মদন মোহন হালদার এবং ধুলাপদ হালদারের নামে নিবন্ধিত। জমির শ্রেণী- বাস্তু। সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- রাজাবালা হালদারের সম্পত্তি (ডিড অনুসারে), খেলার মাঠ (বর্তমান অবস্থা); দক্ষিণে- দ্বিজপদ হালদারের সম্পত্তি (ডিড অনুসারে), মোবাইল টাওয়ার (বর্তমান অবস্থা); পূর্বে- রাস্তা (ডিড অনুসারে), ৮ ফুট চওড়া রাস্তা (বর্তমান অবস্থা); পশ্চিমে- রাস্তা (ডিড অনুসারে), পুকুর এবং ৬ ফুট পথ (বর্তমান অবস্থা)।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১০/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৫১,২২,১৯১/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪
পরিশিষ্ট-IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা - শ্রী নজরুল মন্ডল **শাখা - চাকদা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : মন্দালহাট, জেএল নং-১৩৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং - ৫১৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৩, এবং এলআর খতিয়ান নং ১৯৯৮, শ্রেণি-বাড়ি, ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, পো : ঘেটুগাছি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পব। পরিমাপ এরিয়া ২.০০ ডেসিমেল (দলিল নং ১-২১০৬-২০১৫ সালের) এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** সামসুদ্দিন মন্ডলের ভবন; **পশ্চিমে :** দাউদ মন্ডলের ভবন; **দক্ষিণে :** মহীরুদ্দিন মন্ডলের জমি; **উত্তরে:** সড়ক। **বন্ধকদত্ত : শ্রী নজরুল মন্ডল।**	১) ২৪.০৬.২০২৫ ২) ২৫.০৮.২০২৫ **৩) ৭,১৬,৬৮৬.২৬ টাকা** (সাত লাখ ষোলো হাজার ছশো ছিয়াশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ
ঋণগ্রহীতা - শ্রী দীপঙ্কর সরকার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী সোমা সরকার ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা) **শাখা - চাকদা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০৩, এলআর খতিয়ান নং ২৬৮৬, শ্রেণি-বাড়ি, ফ্ল্যাট নাম সান্নিধ্য রেসিডেন্সি এবং বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট , ফ্ল্যাট নং -৩বি, (উত্তর -পশ্চিম কোনে) এবং ৩সি (দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে) ৪র্থতল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৫, মোট জমি এরিয়া - ৬.৩৩ ডেসিমেল , চাকদহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং ১৪৩৬/১, পালপাড়া স্টেশন রোড, পূর্ব, পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২ (স্বত্ব দলিল নং ১-১০৮০৪-২০২২ সালের এবং ১-১০৮০৫ :২০২২ সালের)। **ফ্ল্যাটের এরিয়া : এ। ফ্ল্যাট-৩বি :** ১০২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৭১৭.৫০ (ঢাকা এরিয়া), **বি। ফ্ল্যাট-৩সি :** ৮০৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৫৬৫.৬০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : এ ফ্ল্যাট -৩বি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৩সি; **পূর্বে :** করিডর এবং সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ৩ডি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **বি ফ্ল্যাট -৩সি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৩বি; দক্ষিণে : খোলা জায়গা; **পূর্বে :** করিডর এবং সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ৩ডি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা; **(বন্ধকদাতা : শ্রী দীপঙ্কর সরকার এবং শ্রীমতি সোমা সরকার ভট্টাচার্য)**	১) ০৮.০৫.২০২৫ ২) ২৭.০৮.২০২৫ **৩) ৪৬,১২,০৫০.১৩ টাকা** (ছেচল্লিশ লাখ বারো হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫
স্থান : চাকদা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মুরগি চুরির সন্দেহে খুন বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সামান্য একটি মুরগি হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিবাদের জেরে খুন হলেন বাবা ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার সিংদুই গ্রামে। অভিযুক্ত দুই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুরিয়া প্রামাণিক ও বাবলু নায়েকেদের একটি মুরগি নিখোঁজ হওয়ার পর স্বরূপ নায়েক (৫১) ও তাঁর ছেলে অজয় নায়েক (২৫)-এর সঙ্গে তুমুল বচসা হয়। প্রথমদিকে বিষয়টি তর্ক বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে, সন্ধ্যায় স্বরূপ ও অজয় অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, মুরগি হারানোর ঘটনায় তাঁদের কোনও হাত নেই। কিন্তু দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। এক সময় বাবলু নায়েক ও সুরিয়া প্রামাণিক ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো কাটারি ও লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেধড়ক মারধর করার পর এলোপাথাড়ি কোপানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান স্বরূপ নায়েক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় অজয়ের। নয়াগ্রাম থানার পুলিশ রাতেই সিংদুই গ্রামে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতেই গ্রেপ্তার হয় মূল অভিযুক্ত বাবলু নায়েক ও সুরিয়া প্রামাণিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এসবিআইয়ের উদ্যোগে ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাজোরা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পৃক্তিকরণ ও রি-কেওয়াইসি মেগা শিবির। বৃহস্পতিবার শিবিরটি হয় কাজোরা মেলা ময়দান মাঠে। উপস্থিত ছিলেন সুহানশু প্রসাদ (রিজনাল ডাইরেক্টর রিজার্ভ ব্যাংক), নিরজ কুমার পান্ডা (চিপ জেনারেল ম্যানেজার এসবিআই), প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য (এজিএম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া), স্টেট ব্যাংক-এর কাজোরা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মৌমিতা দত্ত-সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের আধিকারিকেরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরটির উদ্বোধন হয়। ক্যাম্পে পরামর্শ ও পরিষেবা নিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় হাজার তিনেক গ্রাহক ও সাধারণ মানুষ । বিকেল পর্যন্ত চলে শিবির। ১ জুলাই থেকে কেওয়াইসি অন্তর্ভুক্তি ক্যাম্প শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

জৌগ্রামে রহস্যজনক আওয়াজে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রহস্যজনক আওয়াজ ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জৌগ্রাম রেওড়া, গোপালপুর খামারপাড়া এলাকায় স্থানীয় মানুষজন হঠাৎই রহস্যজনক আওয়াজ শুনতে পান। তারপরই তারা লক্ষ্য করেন একটি গাছের তলায় গর্ত থেকে রহস্যজনক আওয়াজ বের হচ্ছে। তাঁরা দেখেন সেখান থেকে জলের ওপর থেকে কোনও গ্যাস অথবা হাওয়া বের হচ্ছে। আর তারপরেই হচ্ছে আওয়াজ। এলাকাবাসীদের দাবি, যে জায়গা দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছে, সেখান দিয়ে কোন গ্যাসের লাইন যায়নি অথবা সজল ধরার জলের কোনও পাইপ লাইনও নেই। ঘটনাটি প্রথমে সকলে স্বাভাবিক মনে করলেও, বেশ কয়েকদিন ধরে একই রকম আওয়াজ হওয়ায় রহস্য ঘণীভূত হচ্ছে। বেশ দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে এই আওয়াজ। কোনও বিষাক্ত গ্যাস বেরোচ্ছে কিনা পরীক্ষা করা জন্য স্থানীয় মানুষজন আগুন নিয়ে সংশ্লিষ্ট জায়গায় ধরলে আগুনের তীব্রতা আরও বেড়ে যাচ্ছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। খণ্ডঘোষের রাধাবাজার এলাকায় ইট বোঝাই ট্রাকটারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় একটি বাইকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। জানা গিয়েছে, বাইক আরোহী বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ইঁট বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় খণ্ডঘোষের রাধা বাজার এলাকায়। সংঘর্ষের পরেই রাস্তার ওপরে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় ওই বাইক আরোহী। দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম পরিচয় জানা যায় নি। পুলিশ ট্রাক্টর ও বাইকটি আটক করে মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ফর্ম নং আইএনসি-১৯

নোটিশ

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ২২ অধীনে)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৮ এর উপ ধারা (৪) (২) অধীনে মেসার্স বাসু ফাউন্ডেশন ফর দ্য আর্টস **(CIN: U85300WB2021NPL244529)** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৮ অধীনে ইস্যু করা লাইসেন্স নং ১২৪৯৪৭ প্রত্যর্পণ করার জন্য **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩ এফ/১৬, এএ-৩ এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দেশ্বরী, কলকাতা -৭০০১৩৫,** এর নিকট একট আবেদন দাখিল করেছে।

২. কোম্পানির মূল বিষয়সমূহ পরিবর্তণ নিম্নমতে :

ক)১) শৈল্পিক কাজের উন্নয়ন, শৈল্পিক উন্নতি, সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ উৎসাহ প্রদান; ভারতের সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য সুরক্ষা এবং উন্নয়ন; শৈল্পিক কাজ এবং সুকুমার শিল্পের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; প্রদর্শনীর আয়োজন করা, প্রদর্শন, মেলা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন; বিভিন্ন ধরণের শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের দক্ষতা প্রকাশ, হস্তশিল্প এবং সূক্ষ্ম শিল্পের উন্নয়ন; চিত্র শিল্পের প্রদর্শন এবং উন্নয়ন, হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম, শিল্পকর্ম এবং অন্যান্য সকল শৈল্পিক কাজের প্রদর্শন;

২) শিল্প কাজের প্রদর্শন এবং প্রদর্শনের জন্য , স্থাপত্য, এবং শিল্পকর্ম এর জন্য সংগ্রহশালা স্থাপন,

৩) শিল্পের জন্য, স্থাপত্য, শিল্পকর্ম এবং শৈল্পিক কর্মকান্ডের জন্য সেমিনার, বক্তৃতা, আলাপআলোচনা, সভার আয়োজন করা;

৪) পুরানো শিল্পকর্ম পুনরুদ্ধার;

৫) সামাজিক দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা, শিল্পে বিশেষ দক্ষতায় উৎসাহ, প্রদর্শনের জন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা;

৬) ব্যক্তিগত দক্ষতা, সূক্ষ্ম শিল্পের উন্নয়ন, প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যাপক অর্থে শিল্প কর্ম, শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান এবং অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য ভাড়ায় গ্যালারি এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা-অধিগ্রহণ;

৭) সম্পূর্ণ সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, শিল্পের কর্ম, চিত্রশিল্প, হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প, হ্যান্ডলুম, সৃষ্টিশীল ডিজাইন এবং দ্রব্য বা দফা-শিল্প, প্রয়োগ শিল্প এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রক্রিয়াধীন করার মাধ্যমে আয় এবং প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণ কর্মসূচিতে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সৃষ্টিশীলতার আধার প্রভৃতি কর্মকাণ্ড কল্যাণ কর্মে নিয়োজন;

৮) ভারতের প্রাচীনতম জনজাতির ঐতিহ্য বা আদিবাসী শিল্প প্রদর্শন এবং আদিবাসী মৌলিক এবং অন্যান্য সকল আদিবাসী সম্পর্কিত চিত্রশিল্প, হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প এবং আদিবাসী শিল্প এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন;

৯) যে কোনও শিল্প কর্ম এবং সৃষ্টিশীল কাজ প্রদর্শন, এবং লেনদেন এবং আর্থিক আদায় প্রক্রিয়া, যদি কিছু থাকে, তা শিল্পী, শিল্পগোষ্ঠী, চিত্রশিল্পী, স্থাপত্যশিল্পী এবং সৃষ্টিশীল দক্ষতার স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদান এবং অন্যান্য বর্ণিত মতে কল্যাণমূল কাজের রূপায়ণ;

১০) সরাসরি প্রচার প্রদর্শন, অনলাইন এবং ডিজিটাল অনুষ্ঠান, প্রদর্শন এবং মঞ্চস্থ করা এবং অনুষ্ঠান আয়োজন করা;

১১) শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, উন্নয়ন, প্রদর্শনী এবং উল্লেখকরণ; আর্থিক সহায়তা; যোগাযোগ, আর্থিক দান; শিল্পকর্ম নিয়ে নিযুক্ত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদান; শিল্পীদের কাজের জন্য কর্মশালার আয়োজন এবং তাদের সুযোগ সুবিধা, প্রদানের মাধ্যমে শিল্পসত্তাকে প্রয়োগে রূপান্তর এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত শিল্পদক্ষতা প্রদর্শনকারীদের উৎসাহ প্রদান;

১২) শিল্পীদের কাজ এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ আয়োজন এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, এজন্য কর্মশিবির, প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থাকরণ, সংশ্লিষ্ট শিল্পের ভাবনার আদানপ্রদানের জন্য প্ল্যাট ফর্ম এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শিল্পসত্তাকে সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদান;

১৩) সম্পূর্ণ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচারণা;

১৪) পুস্তক, শিল্পকর্ম, শিল্পের এবং শিল্প কর্মের ডিজিটাল পোর্টাল, ডেটা এবং সাধারণ প্রকৃতির তথ্য সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন;

১৫) পুস্তক, ছবির কার্ড, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, স্মারক পুস্তিকা, পত্রিকা, এবং অন্যান্য ধরনের প্রকাশনার উন্নয়ন -শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের।

১৬) সূক্ষ্ম শিল্প, সংস্কৃতি, দক্ষতা প্রদর্শন এবং সাফল্যের জন্য কাজ সুপারিশ করা;

১৭) শিল্প সংস্কৃতি সহ সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত কর্মসূচির সচেতনতা, সৃষ্টিশীল কাজের ভাবনার আদানপ্রদান বিষয়ে উৎসাহ প্রদান;

খ) জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি, ভবন এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এবং শিল্পের সুরক্ষা; সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন, ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্প এবং হস্তশিল্প উন্নয়ন;

গ) সাহিত্য, পুস্তিকা, পত্রিকা এবং আদানপ্রদানযোগ্য বার্তা/বিষয় লাভজনক উদ্দেশ্য ব্যতীত, অধ্যয়ন, চর্চা এবং প্রদর্শন শিল্পকর্মের, স্থাপত্যের, সঙ্গীতের এবং নৃত্যের যাতে প্রশিক্ষণরতরা সাহায্য পায়;

ঘ) পাণ্ডুলিপি, চিত্রকর্ম, স্থাপত্য, শিল্পকর্ম, প্রাচীনবস্তু, স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নমুনা, মেকানিক্যাল এবং সাইন্টিফিক এবং ডিজাইন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ,

ঙ) স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (এসএইচজি) প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যাতে তাদের জীবনধারণে সহায়ক হয় তার সুযোগ করে দেওয়া সেই সকল তৃণমূলস্তরের মানুষজনের যাতে তাদের সুবিধা হয়।

৩. কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডার অব আর্টিকেলস এর একটি কপি উপলব্ধ -**টেম্পল চেম্বার্স, ২য় তল, রুম নং ৬৪, ৬ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, লালবাজার, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।**

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা কর্পোরেট বডি, এই আবেদনের আপত্তি জানাতে চান তবে, **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন** এর নিকট রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা -৭০০১৩৫ ঠিকানায় বা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে নোটিশ প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির **বাসু ফাউন্ডেশন ফর দ্য আর্টস (CIN: U85300WB2021NPL244529), টেম্পল চেম্বারস, ২য়-তল, রুম নং ৬৪, ৬ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, লালবাজার , কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত।**

বাসু ফাউন্ডেশন ফর দ্য আর্টস এর পক্ষে
স্বা/-
সোনালী বসু
ডিরেক্টর

তারিখ : ২৯ আগস্ট, ২০২৫ — ডিন : ০২৫০৬৮৭৯

দি বালী নর্থ ক্লাব বেনেভোলেন্ট সোসাইটি এন্ড কো - অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

REG.NO. 5/1944

১৫৭, বীরেশ্বর চ্যাটার্জী স্ট্রীট বালী, হাওড়া, পিন – ৭১১২০১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল শেয়ার হোল্ডার গণ-কে জানানো হচ্ছে যে, ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার কোনও ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের নথি পত্রের প্রামাণ্য কাগজ যদি কাহারো কাছে থাকে, ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষর কারীদের কাছে জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যা সংস্থার অডিটের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

স্বা:/- তারকনাথ চক্রবর্ত্তী, চেয়ারম্যান — স্বা:/- সুনীতি গাঙ্গুলী, সম্পাদক

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫

পাবলিক নোটিশ

[লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯-এর রুল ১৭ অনুযায়ী]

এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার
কোম্পানি নিবন্ধকের সমীপে,
নিজাম প্যালেস, ২য় এম.এস.ও. বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত- ৭০০ ০২০
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯-এর রুল ১৭ এর বিষয়ে।
এবং
এস৩এস এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এলএলপি, LLPIN: ACC-3940
যার নিবন্ধিত কার্যালয়-
এল.পি. ৬৩/৫/১/১, ৪১/এ আনন্দমঠ, ইছাপুর, ২৪ পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭৪৩১৪৪ -এ এর বিষয়ে।

আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণেরঅবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩ (৩) অনুযায়ী কোম্পানি নিবন্ধক, **নিজাম প্যালেস, ২য় এম.এস.ও. বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০ ০২০**-এর কাছে তাদের নিবন্ধিত কার্যালয় **'পশ্চিমবঙ্গ'** রাজ্য থেকে **'গুজরাট'** রাজ্যে পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে এলএলপি একটি আবেদন জমা দিতে যাচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতেপারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)**-এর মাধ্যমে **বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে** অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আপত্তি জানাতে পারেন। আপত্তির সঙ্গে একটি হলফনামা থাকতে হবে যেখানে তার স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করা থাকবে। এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয়েওপাঠাতে হবে, যার ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো-

নিবন্ধিত কার্যালয়- এল.পি.-৬৩/৫/১/১, ৪১/এ আনন্দমঠ ইছাপুর, ২৪ পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭৪৩১৪৪।

এস৩এস এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
স্বপন নাথ
মনোনীত অংশীদার
(ডিন : ০০৮০৬৮১০)
১০০৩, সাগা কাসা, চালা দমন রোড, ক্রোমা স্টোরের বিপরীতে, তালুকা-পারডি, ভাপি, গুজরাট-৩৯৬১৯১।

তারিখ- ২৬ আগস্ট, ২০২৫
স্থান- কলকাতা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী উলুবেড়িয়া, ময়রাপাড়া, ওয়ার্ড নং ২২, পোঃঅঃ এবং থানা - উলুবেড়িয়া, রবীন্দ্র সদনের কাছে, হাওড়া - ৭১১৩১৫।	**শ্রী বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী** ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ ফ্লোর, প্রাপ্তি আবাসন, হোল্ডিং নং ৭২১২এন৬২৯/৫১৪ এবং ৭২১বি/৬৩০/৫১৫, বণিক পাড়া, পোঃঅঃ এবং থানা- উলুবেড়িয়া, পুরাতন হাসপাতাল মাঠের কাছে, হাওড়া- ৭১১৩১৫।

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/405** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট : শ্রী বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী, অ্যাকাউন্ট নং ৪২৩০৪৩৩০৫৬৭ এবং ৪২৩০৫৮০০০০২৩।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৮/০৫/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **৩০/০৭/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

ফ্ল্যাটের বিবরণ- প্রাপ্তি আবাসন নামক বহুতল ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪এ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১০৬৮ বর্গফুট, এতে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি ডাইনিং-কাম-ড্রইং-কাম-ওপেন কিচেন, একটি বারান্দা এবং লিফট সুবিধা রয়েছে। (গ্যারেজ এবং গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা ব্যতীত), এর সাথে সাধারণ স্থান ও সুবিধার অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ৭২১এ/৬২৯/৫১৪ এবং ৭২১বি/৬৩০/৫১৫ হোল্ডিং নং-এর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশও রয়েছে। এটি উলুবেড়িয়া পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২২, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া-এর অন্তর্গত।

সম্পত্তিটি শ্রী বিপ্লব কুমার ব্যানার্জী-এর নামে রয়েছে, যা ২০২৩ সালের ডিড নং ০৫০৫০৫৭৮৭, বুক-১, ভলিউম নং- ০৫০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১১৪৭০৪ থেকে ১১৪৭৩৬ পর্যন্ত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, উলুবেড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত।

জমির ও ভবনের বিবরণ যেখানে উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি অবস্থিত- প্রায় ১৫ শতক বা ৯ কাঠা ১ ছটাক ২০ বর্গফুট বা তার থেকে কিছু বেশি বা কম পরিমাণের বাস্তু জমির সমস্ত অংশ, যার উপর জি+4 তলা ভবন (লিফট সুবিধা সহ) নির্মিত হয়েছে। এটি ৭২১এ/৬২৯/৫১৪ এবং ৭২১বি/৬৩০/৫১৫ হোল্ডিং নং, উলুবেড়িয়া (বণিক পাড়া), পিন- ৭১১৩১৫, ওয়ার্ড নং ২২-এ অবস্থিত, মৌজা- উলুবেড়িয়া, জে.এল. নং- ১০৯, আর.এস. দাগ নং- ৭৩০, এল.আর. দাগ নং- ৯০৪, সি.এস. খতিয়ান নং- ২৩০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৭৯৯-এর অন্তর্গত, উলুবেড়িয়া পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- উলুবেড়িয়া, হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত, যার সাধারণ পথের ওপর ইজমেন্টের অধিকার রয়েছে এবং যার সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া পৌরসভা রোড; দক্ষিণে- সি.এস. দাগ নং- ৭২৭ এবং ৭২৮; পূর্বে- সি.এস. দাগ নং- ৭২৫; পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া পৌরসভা রোড।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ৩১,৫৮,৭০৪/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী শুভ্র সর্বাধিকারী পিতা- প্রয়াত সুশীল কুমার সর্বাধিকারী, ১৬১, সি.সি.আর ঝিলপাড়া, পোঃঅঃ- বালি দুর্গাপুর, সমবায়পল্লী, হাওড়া - ৭১১২০৫, মোবাইল- ৮৫৯৯০০১২৮৬।	**শ্রী শুভ্র সর্বাধিকারী** পিতা- প্রয়াত সুশীল কুমার সর্বাধিকারী, ফ্ল্যাট নং - ৩০৪, ৩য় তলা, ৩১, পঞ্চানন তলা রোড, পোঃঅঃ ও থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২০১, মোবাইল- ৮৫৯৯০০১২৮৬।

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/404** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী শুভ্র সারবাধিকারী, অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৯১৩১৭৯১০০ এবং ৩৬৯১৩২২৮১৭৩।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০৩/০২/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ০৬/০৯/২০২৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

ফ্ল্যাটের বিবরণ:- ফ্ল্যাট নং - ৩০৪, যা তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬১০ বর্গফুট, কিছু কম বা বেশি হতে পারে। ফ্ল্যাটটিতে দুটি বেড রুম, একটি হল কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। এটি ৩১, পঞ্চানন তলা রোড, পো. ও থানা - বালি, জেলা - হাওড়া, পিন- ৭১১২০১, ওয়ার্ড নং ৫২-এর অন্তর্গত। এর সাথে সাধারণ অংশ এবং সুবিধা ব্যবহারের অধিকার এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশও রয়েছে। ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- খোলা আকাশ; দক্ষিণে- সিঁড়ি ও লবি; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং - ৩০৩।

সম্পত্তিটি শ্রী শুভ্র সর্বাধিকারী -এর নামে রয়েছে, যা ২০১৭ সালের ডিড নং ০৫০২০৩৩২৪, বুক-১, ভলিউম নং- ০৫০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৯৪৬৩৪ থেকে ৯৪৬৭২ পর্যন্ত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত।

জমির ও ভবনের বিবরণ যেখানে উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি অবস্থিত- প্রায় ৬(ছয়) কাঠা ২(দুই) ছটাক ২১ (একুশ) বর্গফুট বা তার থেকে কিছু বেশি বা কম পরিমাণের মকররি মৌরশি বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং এর উপর নির্মিত কাঠামো, যা বালি পৌরসভা বর্তমানে হাওড়া পৌরসংস্থা হোল্ডিং নং- ৩১, পঞ্চানন তলা রোড, পো. ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, পিন ৭১১২০১-এর অন্তর্গত, যা পূর্বে বালি পৌরসভার পুরাতন ওয়ার্ড নং ২ এবং ওয়ার্ড নং ৩ এবং বর্তমানে হাওড়া পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৫২-এর অধীনে। এর সাথে সমস্ত বিদ্যমান কাঠামো এবং মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং যা এর উপর নির্মিত হয়েছে, তা ব্যবহার করার অধিকারও রয়েছে। যার সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- ন্যাশনাল হাইওয়ে; দক্ষিণে- পঞ্চানন তলা রোড; পূর্বে- ২৯, পঞ্চানন তলা রোড; পশ্চিমে- কল্যাণী দেবীর জমি ও ভবন।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ২৮,৩৩,১১৮/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী রাসবিহারী পাত্র (রাসবেহারী) পিতা- পূর্ণ চন্দ্র পাত্র, গ্রাম - পানা, পোস্ট - ডোরো জয়নগর, থানা - দুর্গাচক, হলদিয়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৩৫, পঃবঃ

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/399** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী রসবিহারী পাত্র (রসবেহারী), অ্যাকাউন্ট নং- ৩৫৯৬৫২৫২২৭১, ৩৬০৩৬৩৬৫৭৪৮, ৩৮৬২৮৭২২০০৩, ৩৭৭৫২০৩৯৪৬১, ৩৬১০৬০১৪১৭৮।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ২৩/০৭/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ২৩/১০/২০২৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

২০০১ সালের ডিড নং - ৩০০০, বুক নং - ১, ভলিউম নং - ৯১, পৃষ্ঠা নং - ১৫৭ থেকে ১৬১, এডিএসআর - সুতাহাটা-তে নিবন্ধিত সম্পত্তির বিবরণ।

স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাসবিহারী পাত্র, পিতা - পূর্ণ চন্দ্র পাত্র, গ্রাম - পানা, পো.- দুর্গাচক, থানা - দুর্গাচক, জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

০৮ শতক বাস্তু জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা - পানা, জে.এল.নং - ১০৫, সাবেক খতিয়ান নং - ২২০, হাল খতিয়ান নং - ৬১৫/৪, আর.এস. নং - ১৫৮০, দাগ/প্লট নং - ৪৬৩, থানা - সুতাহাটা, জেলা - মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৩৫।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- প্লট নং - ৪৬২; দক্ষিণে- প্লট নং - ৪৬৩-এর বারাম পথ; পূর্বে- শ্রীমতী সানাকা কংসারের সম্পত্তি; পশ্চিমে- প্লট নং - ৪৬২।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ২৯,৮৮,৭৩৯/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রভাত হাজরা প্রযত্নে - দীপক হাজরা, কোনা চেক পোস্ট, কোনা অগ্রদূত ক্লাবের কাছে, থানা - লিলুয়া, পোঃঅঃ- কোনা, হাওড়া - ৭১১১১৪।	**তনিমা হাজরা** প্রযত্নে - সুপ্রভাত হাজরা, বাগপাড়া, পাইলট বাগান, থানা - লিলুয়া, পো.-কোনা, হাওড়া - ৭১১১১৪।
তনিমা হাজরা স্বামী- সুপ্রভাত হাজরা, ২২৭/৫, বেনারস রোড, কোনা, হাওড়া - ৭১১১১৪।	

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/403** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী সুপ্রভাত হাজরা এবং শ্রীমতী তনিমা হাজরা, অ্যাকাউন্ট নং ৩৮২২১৫৪২২৯৩, ৩৮২৮৯৫৭৮৯৭৮ এবং ৪০০৩৩০০৫৮৯৪৩।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১২/০৯/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২১/১১/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

শালি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক, যা মৌজা- কোনা, জে.এল. নং- ৭, আর.এস. দাগ নং- ১৫৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫৯৫, সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং- ১৫৭৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৭২, হাওড়া পৌরসংস্থা, ওয়ার্ড নং- ৫০, এ.ডি.এস.আর. হাওড়া, থানা- বালি (পুরাতন), লিলুয়া (নতুন), জেলা- হাওড়া-তে অবস্থিত। যার সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ; দক্ষিণে- দাগ নং- ১৫৩৭-এর জমি; পূর্বে- শ্রীমতী কাকলী ঘোষের দাগ নং- ১৫৩৫-এর জমি; পশ্চিমে- রমেশ মণ্ডলের জমি।

সম্পত্তিটি শ্রী সুপ্রভাত হাজরা এবং শ্রীমতী তনিমা হাজরার নামে রয়েছে, যা ২০১০ সালের ডিড নং ০৬১২, বুক-১, সিডি ভলিউম নং- ২৭, পৃষ্ঠা ৩২২৩ থেকে ৩২৩৮ পর্যন্ত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ২৭,৬১,২৯২/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী অনুপম সিং পিতা- শ্রী শশী কান্ত সিং, ইনকাম ট্যাক্স অর্টস., এসসিএইচ ৭ এম, টাইপ ২, বিএল-২ কোয়ার্টার ৫৭, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড, সিআইটি, কলকাতা- ৭০০০০৬৭।	**শ্রী অনুপম সিং** পিতা- শ্রী শশী কান্ত সিং, শ্যাম রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং - ৯ডি, ৯ম তলা, ব্লক-১, ৭১/৮, নিউ চর্ড রোড, পোঃঅঃ- অটপুর, থানা- জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩১২৮।
শ্রী অনুপম সিং পিতা- শ্রী শশী কান্ত সিং, ৫২, জি.পি. রোড, হাজিনগর, হালিশহর, পোঃঅঃ- হাজিনগর, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩১২৮।	

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/406** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী অনুপম সিং, অ্যাকাউন্ট নং ৪১৩৫৪৭৩০০৯৭ এবং ৪১৩৫৬৩৬৮৭৮০।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৮/০৬/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২৩/১০/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

ভবনের ব্লক নং-১ এর নবম ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৯ডি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১২৯৬ বর্গফুট এবং ভিট্রিফাইড টাইলস মেঝে এবং লিফট সুবিধা রয়েছে। এটি ৭১/৮, নিউ চর্ড রোড, পোঃঅঃ- অটপুর, থানা- জগদ্দল, মৌজা- মুলাজোর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৮ -এ অবস্থিত। এর সাথে ভবনের নিচে অবস্থিত জমির আনুপাতিক অবিভক্ত পরিবর্তনশীল অংশ এবং সাধারণ অংশ ও অ্যাপার্টমেন্টের সমস্ত অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- খোলা আকাশ; দক্ষিণে- প্রবেশ পথ, লিফট, লবি এবং খোলা জায়গা; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং ৯ই।

সম্পত্তিটি মি. অনুপম সিং -এর নামে রয়েছে, যা ২০২২ সালের ডিড নং ১৯০৩১০১৬৮, বুক-১, ভলিউম নং- ১৯০৩-২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮৬৯৩০ থেকে ৪৮৬৯৫৬ পর্যন্ত, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অ্যাসুরেন্স অফিস, এ.আর.টি.- ৩ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ৩২,৭৩,০৩৪/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী দীপঙ্কর আচার্যী ৭/এ/১, অক্ষয় চক্রবর্তী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া - ৭১১১০৪।	**শ্রী দীপঙ্কর আচার্যী** ফ্ল্যাট নং - জিও, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৫/১, কাসুন্দিয়া ২য় বাই লেন, পোঃঅঃ- সাঁতরাগাছি, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০৪।
শ্রী দীপঙ্কর আচার্যী ইন্দিরা কলোনি, নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭।	**শ্রীমতী স্বাতী আচার্যী** ৭/এ/১, অক্ষয় চক্রবর্তী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া - ৭১১১০৪।
শ্রীমতী স্বাতী আচার্যী ফ্ল্যাট নং - জিও, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৫/১, কাসুন্দিয়া ২য় বাই লেন, পোঃঅঃ- সাঁতরাগাছি, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০৪।	

রেফা. নং: **SARB/SB/GS/2025-26/407** — তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী দীপঙ্কর আচার্যী এবং শ্রীমতী স্বাতী আচার্যী, অ্যাকাউন্ট নং ৩৫৩৩৩৮৫০৯৭২।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২১/০৮/২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২১/১১/২০২৪** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :

কমবেশি প্রায় ৪২৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং জি-৩ এর সকল, এটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। ফ্ল্যাটটিতে দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি লিভিং/ডাইনিং স্পেস এবং একটি বারান্দা রয়েছে এবং এর সাথে সমস্ত অধিকার ও সাধারণ সুবিধা যুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের জমিও অন্তর্ভুক্ত। এটি ৫/১, কাসুন্দিয়া ২য় বাই লেন, পোঃঅঃ- সাঁতরাগাছি, থানা - শিবপুর, বর্তমানে চ্যাটার্জিহাট, জেলা- হাওড়া-এর অন্তর্গত দুইতলা বিল্ডিংয়ে (জি+১) অবস্থিত, হাওড়া পৌরসংস্থার ৪২ নং ওয়ার্ডের মধ্যে এবং ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার ও অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার কার্যালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে। এর সাথে সাধারণ প্যাসেজ এবং খোলা জায়গা দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার এবং সাধারণ অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্বও যুক্ত রয়েছে। ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- ফ্ল্যাট নং জি-১; দক্ষিণে- খোলা আকাশ; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং জি-২।

সম্পত্তিটি শ্রী দীপঙ্কর আচার্য এবং শ্রীমতী স্বাতী আচার্য-এর নামে রয়েছে, যা ২০১৫ সালের ডিড নং ০৫০২০৬৫৮৯, বুক-১, ভলিউম নং ০৫-২০১৫, পৃষ্ঠা ১০০৯৯৬ থেকে ১০১০৩৩ পর্যন্ত অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত।

সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৬,৫০,৯৩৫/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে।

আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮) -এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

ভেঙে পড়ছে স্কুলের ছাদের চাঙড়, সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ভেঙে পড়ছে স্কুলের ছাদের চাঙড়, সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা হাসনাবাদ থানা বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

স্কুলের দশা ভগ্নপ্রায়। স্কুলের যত্রতত্র ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙড়। স্কুল চলাকালীন শিক্ষকের মাথার পাশ দিয়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের বেঞ্চের পাশেই ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙর। প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া পড়াশোনা করে এই বিদ্যালয়ে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বারবার প্রধান শিক্ষককে বলেও সংস্কার হয়নি। বাধ্য হয়ে সংস্কারের দাবিতে স্কুলের সামনে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাদের দাবি, গত কয়েকদিনের মধ্যেই যত্রতত্র ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙড়। স্কুলের ভিতর পড়ছে বৃষ্টির জল। যদি সংস্কার না হয় তাহলে সন্তানদের আর স্কুলে পাঠানো যাবে না। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল মণ্ডল জানান, 'আমি বহুবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যায় নি।'

শ্বশুর, শাশুড়িকে বাবা-মা সাজিয়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র হাসিল বাংলাদেশি যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্তে শ্বশুর, শাশুড়িকে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশি যুবকের ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি। অকপটে স্বীকার করলেন স্ত্রী। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই উত্তেজনা এলাকায়। অভিযোগ, ইউরোপ ফেরত বাংলাদেশি যুবক অবৈধভাবে ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়ে সীমান্তে বসবাস করছেন। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার সারাফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঘবকাটি গ্রামের ১৩৪ নম্বর বুথের।

জানা গিয়েছে, বছর ত্রিশের লাল্টু ধাবুক বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা। এর আগে ইউরোপে থাকতেন। গত সাত বছর ধরে তিনি ভারতে থাকতে শুরু করেছেন। তাঁর বাবা-মা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা। শ্বশুর ইয়াদুত ধাবক, শাশুড়ি রহিমা বিবি এদেরকে বাবা-মা সাজিয়ে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সবটাই হাসিল করেছেন ওই যুবক। স্ত্রী সালেহা বিবি অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আমার বাবা-মা'র কোনও ছেলে নেই। তাই ও এখানে থাকে। আমাকে বিয়ে করেছে, আমাদের একটি সন্তান রয়েছে। এলাকায় কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত।' এদিন লাল্টু ধাবুকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কোনও উত্তর দেননি। কিভাবে এই যুবক নথিপত্র নিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাস করছে এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওই যুবকের নাম কী সত্যিই লাল্টু? এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, নাকি পুরো তথ্য গোপন করেছে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শ্বশুর ইয়াদুত ধাবক জানান, মাঝে মাঝে বাংলাদেশের নিজের বাড়িতে যান তাঁর জামাই। জামাই যে এখানেই বসবাস করে সেটা স্বীকার করেছেন তিনি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

কলকাতার ছাত্র সমাবেশে বক্তা হিসেবে নজর কাড়লেন ইন্দাসের যুবনেতা

সমাবেশে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, তরুণ ছাত্রনেতার এবক্তব্য আগামী দিনে ছাত্র রাজনীতিতে নতুন বার্তা বহন করবে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: কলকাতার ছাত্রসমাবেশে ইন্দাসের ছাত্র তরুণ মুখ আতাউল হক বৃহস্পতিবার বক্তৃতা রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক বার্তাই ছুড়ে দিলেন। ইন্দাস মহাবিদ্যালয় থেকে রাজনীতির হাতে খড়ি, তারপর ধাপে ধাপে উঠে আসা এই ছাত্রনেতা এদিন সরাসরি বাংলাকে অপমান করার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আতাউল হক বলেন, 'আমাদের এই লড়াইটা বাংলাকে ভাঙার একটা চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই।' তিনি মনে করিয়ে দেন, 'বাংলার ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম। 'বাংলার মানুষরা না থাকলে ব্রিটিশদের তাড়ানো যেত না। আমরা আজও জয় হিন্দ স্লোগান দিয়ে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ একাধিক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করে আতাউল হক তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি অভিযোগ তোলেন, 'বাংলার মানুষকে অপমান করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।' শুধু তাই নয়, বিরোধী দলনেতাদের কড়া আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানোর চেষ্টা করছেন বাঙালিদের অপমান করে।' ছাত্রনেতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এর বিরুদ্ধে তাঁরা গর্জে উঠেছেন এবং মানুষ তাদের সঙ্গেই আছেন। এই

সিউড়ির কেন্দুয়া দাসপাড়ায় মনসা পুজো বগা পঞ্চমী উপলক্ষে শোভাযাত্রায় লোক শিল্পীরা।

ক্লাস চলাকালীন ভেঙে পড়ল চাঙড়, অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বধমান: ক্লাস চলাকালীন আচমকাই ভেঙে পড়ে ছাদের কংক্রিটের একাংশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার, বর্ধমান ১ ব্লকের বাঘা অঞ্চল অন্তর্গত জিয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বড়সর দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

জানা গিয়েছে, স্বাভাবিক নিয়মেই চলছিল ক্লাস। হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ে ছাদের প্লাস্টার ও কংক্রিটের টুকরো। ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। আতঙ্কিত শিক্ষকও সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন। এমনকি দেখা যায়, ক্লাসের ভাঙা ছাদের অংশ স্কুলের ঘণ্টার হাতুড়ি দিয়ে নিজেই সরিয়ে ফেলেন ওই শিক্ষক। ঘটনার পরই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই স্কুল ভবনের ছাদ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বারবার জানানো সত্ত্বেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন অবস্থায় প্রতিদিন শিশুরা ক্লাস করছে প্রাণ হাতে নিয়ে। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেটা পোস্ট করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভাঙা কংক্রিটের অংশ ঝুলে আছে ছাদ থেকে, আর শিক্ষক নিজেই সেটি হাতুড়ি দিয়ে নামাচ্ছেন।

পাড়ায় সমাধানে এসে অঙ্কের ক্লাস নিলেন জেলা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শ্যামপুরে একটি স্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে এসে, ডেপুটি ডিএলও-কে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিতে দেখা গেল। বৃহস্পতিবার হাওড়ার শ্যামপুর ১ ব্লকের গুড়েপোল হাই স্কুলের বসে পাড়ায় সমাধানের কর্মসূচি। ভিজিটে আসা ডেপুটি ডিএলও উজ্জল কুমার বিশ্বাসকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রীতিমতো অঙ্কের ক্লাস নিতে দেখা যায়। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত শেয়ার করলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। স্কুলের মধ্যে এই কর্মসূচি হওয়ায় বিডিও তন্ময় কার্যিকে আগেই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন। কর্মসূচি চলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও এই জেলা আধিকারিক-এর শিক্ষকসুলভ আচরণে খুশি। তবে স্কুল চলাকালীন কেন সরকারি কর্মসূচির আয়োজন করা হল? এই প্রশ্নের উত্তরে বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরিন্দম মণ্ডল জানিয়েছেন, 'কোনও রকম অসুবিধা হয়নি। স্কুলের উপরের অংশে ক্লাস হয়েছে, নীচের অংশে কর্মসূচি হয়েছে। এমনকি মিড ডে মিলও খাওয়ানো হয়েছে সুতরাং কোথাও কোনও অসুবিধা হয়নি।' এদিন উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, শ্যামপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না প্রমুখ।

বিপুল টাকার শেয়ার প্রতারণার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে একাধিক ব্যাঙ্কের পাশ ও চেক বই, কোড নম্বর, আধার, এটিম কার্ড-সহ একটি ল্যাপটপ।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং পিতা- শ্রী রামবাবু সিং, দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ৭/৩, রাসময় বিশ্বাস রোড, (এ. বি. মডেল স্কুলের কাছে), পোঃঅঃ- তালপুকুর, থানা - টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০১২৩।	**শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং** পিতা- শ্রী রামবাবু সিং, প্রমোদ ম্যানসন, ফ্ল্যাট নং ১ডি, ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন), উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, পোঃঅঃ- নবাবগঞ্জ ইছাপুর, থানা - নোয়াপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১৪৪।
শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং পিতা- শ্রী রামবাবু সিং, মাইটন ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬১/১, এস. এন. ব্যানার্জি রোড, মধুসূদন কমপ্লেক্স, ১ম ফ্লোর, ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের কাছে, কলকাতা - ৭০০১২০।	

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/414 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং, অ্যাকাউন্ট নং ৪১৩৮৮৩১২০৫৯ এবং ৪১৩৮৮২৮৩১১৭।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০২/০৫/২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ০৯/১০/২০২৩ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
"প্রমথ ম্যানসন" নামক বহুতল বিল্ডিং এর প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার আচ্ছাদিত এলাকা ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট, তা কিছু কম বা বেশি হতে পারে, যেখানে রয়েছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি ডাইনিং কাম ড্রইং রুম এবং দুটি টয়লেট ও একটি বারান্দা। এর সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের জমি, যার পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট, যা মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭-এর অন্তর্গত এবং আর.এস. দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯-এর মধ্যে রয়েছে, যা এল.আর. দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩ এর সাথে সম্পর্কিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১২০৫ ও ১৬৮৭, যা এল.আর. খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫-এর সাথে সম্পর্কিত, এটি উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন), হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা - নোয়াপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর -এর সীমার মধ্যে, পিন- ৭৪৩১৪৪ -এ অবস্থিত। জমির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তর ১২ ফুট চওড়া ময়রা পাড়া রোড; দক্ষিণ- দাগ নং ৫১১৭ ও শিবা পাত্র -এর বাড়ি; পূর্ব- তপন মিরদা-এর বাড়ি; পশ্চিম- ২০ ফুট স্ট্র্যান্ড রোড।
সম্পত্তিটি শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং, পিতা- শ্রী রামবাবু সিং-এর নামে রয়েছে, যা ২০২২ সালের ডিড নং আই-১৫০৫০৭২৮৭ দ্বারা নিবন্ধিত এবং বুক নং - ১, ভলিউম নং - ১৫০৫-২০২২, পৃষ্ঠা নং - ২০৭৮৬০ থেকে ২০৭৯০০ পর্যন্ত, নং ১৫০৫০৭২৮৭ হিসাবে ২০২২ সালে এডিএসআর ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৪৯,৪২,১৬৮/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী তুলাসী কুইলা পিতা- শ্রী ভূধর কুইলা, গ্রাম- পরমহংসপুর দক্ষিণ পাড়া, পোঃঅঃ ও থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩২, মোবাইল- ৯৯৩২৬৯৬৫৭৯।	**শ্রী ভগবত কুইলা** পিতা- শ্রী ভূধর কুইলা, গ্রাম- পরমহংসপুর দক্ষিণ পাড়া, পোঃঅঃ ও থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩২, মোবাইল- ৯৯৩২৬৯৬৫৭৯।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/416 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী তুলাসী কুইলা, অ্যাকাউন্ট নং- ৩১১৩৯৬১৪২৫৪ এবং ৪০২৫৭৩১০১৯৩।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০৩/০২/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ১৬/০৪/২০২৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
প্রায় ৬.৩৩ শতক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- পরমহংসপুর, জে.এল. নং ৮৪, তৌজি নং ২৬৩৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮৪/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৬৯৭, ৬৯৮, দাগ নং ৬২২, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর -এ অবস্থিত। ২০০৬ সালের ডিড নং আই-২৬১৫, বুক নং- ১, ভলিউম নং ১০২, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে ৫৮ পর্যন্ত, এ.ডি.এস.আর.ও.- তমলুক দ্বারা নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রী তুলাসী কুইলা, পিতা- শ্রী ভূধর চন্দ্র কুইলা এবং শ্রী ভগবত কুইলা ওরফে ভগবত চন্দ্র কুইলা, পিতা- শ্রী ভূধর চন্দ্র কুইলার নামে রয়েছে। বিল্ডিং এর সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তর- স্বর্ণলতা ও সুধাংশু-এর সম্পত্তি; দক্ষিণ- দাগ নং ৬২০-এর সম্পত্তি; পূর্ব- ভূধর চন্দ্র কুইলা-এর সম্পত্তি; পশ্চিম- দাগ নং ৫২৩-এর সম্পত্তি।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৩৯,০৪,৯৩৯/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স অ্যালায়েড রিটেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা/ইউনিট) ১০৪এ, রাজা রামমোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮।	**শ্রী অনিল কুমার (ডিরেক্টর-তথা-জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত তিলক প্রসাদ, ১০৪এ, রাজা রামমোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮।
শ্রীমতী আশা কুমারী, (ডিরেক্টর-তথা-জামিনদার) স্বামী- কপিল দেও প্রসাদ, ৮৬/২, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮।	**শ্রী প্রণব মন্ডল (জামিনদার)** পিতা- শ্রী নিমাই মন্ডল, গ্রাম- চন্দা, পো.- আমানকান্দি, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদিয়া, প.ব. - ৭৪৩২৪৯।
শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, (জামিনদার) পিতা- প্রয়াত ইন্দু ভূষণ ঘোষ, ৮৬/২, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৮।	**শ্রী বিমল কুমার ঘোষ (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণ পদ ঘোষ, পূর্ব প্রতাপগড়, ১১ নং সন্তোষ ঘোষ রোড, বিরাটি, কলকাতা - ৭০০০০৫১।
শ্রীমতী সীমা কুমারী, (জামিনদার) স্বামী- শ্রী অনিল কুমার, ২য় তলা, ১০৪এ, রাজা রামমোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮।	

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/417 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: মেসার্স অ্যালায়েড রিটেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৩৯৯৩৯৭৪০৭ এবং ৩২৭১৬৫২৬৯৩২ (সংশ্লিষ্ট এইউসিএ অ্যাকাউন্ট নং ৩৮৮৬৯২২৫০৫১/ ৩৮৮৬৯৪৩৪৯৪৯)

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৩০/০৫/২০১৬ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ২২/১১/২০১৬ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
১১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার একটি ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ১ম ফ্লোরে অবস্থিত, দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরমুখী অংশ নিয়ে গঠিত, যাতে আছে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং এর সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের জমি, যার পরিমাণ প্রায় ০.০৩ একর বা প্রায় ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২ বর্গফুট, যা কলকাতা পৌরসংস্থার (এস.এস. ইউনিট) অন্তর্গত মৌজা-মুরাদপুরে অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ১২৩, কে.এম.সি. প্রিমিসেস নং ১১, জেমস লং সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৮, পুলিশ স্টেশন-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তিটি প্রয়াত তিলক প্রসাদের পুত্র শ্রী অনিল কুমারের নামে রয়েছে। ২০০৮ সালের ডিএসআর, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত ডিড অফ কনভিয়েন্স নং ০৫৬০৯ দ্বারা লিপিবদ্ধ, যার সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তর- কে. এফ. রেলওয়ে প্লট; দক্ষিণ- স্কুল; পূর্ব জেমস লং সরণি; পশ্চিম- বিনয় হালদার ও অন্যদের জমি।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
৩১/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ: ১৪.৯৭ কোটি টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এম আর ফ্যাশন জারি, স্বত্বাধিকারী - সেখ জাকির হোসেন গ্রাম- হাফেজপুর, পোঃঅঃ- মুন্সিরহাট, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১৪১০।	এম আর ফ্যাশন জারি, স্বত্বাধিকারী. - সেখ জাকির হোসেন, গ্রাম - খড়দহ, বামুনপাড়া, পোঃঅঃ- মুন্সিরহাট, থানা - জগৎবল্লভপুর, (ইলেক্ট্রিক অফিসের সামনে), জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪১০।
সেখ জাকির হোসেন গ্রাম - হাফেজপুর, পোঃঅঃ- - মুন্সিরহাট, থানা - জগৎবল্লভপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪১০।	**সেখ জাকির হোসেন** গ্রাম - খড়দহ, বামুনপাড়া, পোঃঅঃ- মুন্সিরহাট, থানা- জগৎবল্লভপুর, (ইলেক্ট্রিক অফিসের সামনে), জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪১০।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/418 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: মেসার্স এম. আর. ফ্যাশন জারি, অ্যাকাউন্ট নং : ৩৭১০৭৯৫২৩৭৭, ৩৯৪৭১১১৪০৯৩ এবং ৪০৪৩২৬৯৪৫৮৯।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১০.০৩.২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ১৯/০৫/২০২৩ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
জমির ও বিল্ডিং এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-হাফেজপুর, পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া -র অন্তর্গত, দলিল নং ১-২৩৪০, জে.এল. নং ১০, (১) দাগ নং ১৮৪, জমির পরিমাণ-০৪ শতক, (২) দাগ নং ১৮৭, জমির পরিমাণ- ০৪ শতক, (৩) দাগ নং ১৮৭/৬৯৬, জমির পরিমাণ-০১ শতক এবং দলিল নং আই-৪৭১, দাগ নং ১৮৬, জমির পরিমাণ-০১ শতক, মোট জমির পরিমাণ-১০ শতক, বাস্তু জমি, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ৫৩৬ যা শেখ জাকির হোসেনের নামে রয়েছে।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ: ৪৭,৮৩,৩৮০/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়ক ১০/৭, শান্তি পল্লী রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৬৩।	**শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়ক** পানশিলা গভ. কলোনি, সুশীল ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং - এ.বি. এবং এ.বি.-১, সোদপুর, থানা - খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১২।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/397 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট : শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়ক, অ্যাকাউন্ট নং ৪১৭৮৮৮১১০৪২ এবং ৪১৭৯৩২৩৭৩৭৩।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১২/০৩/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ০৬/০৭/২০২৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
১) **"সুশীল ভবন" নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং - এ.বি. এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৬৫০ বর্গফুট, এটি টাইলসের মেঝেযুক্ত এবং এতে লিফট নেই। এতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ, সাধারণ প্যাসেজ, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওভারহেড রিজার্ভার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সুবিধা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- খোলা আকাশ; দক্ষিণে- সিঁড়ি ও গ্যারেজ; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে- অন্য ফ্ল্যাট।**
২) **"সুশীল ভবন" নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং - এ.বি.-১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৬৫০ বর্গফুট, এটি টাইলসের মেঝেযুক্ত এবং এতে লিফট নেই। এতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ, সাধারণ প্যাসেজ, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওভারহেড রিজার্ভার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সুবিধা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- খোলা আকাশ; দক্ষিণে- গ্যারেজ; পূর্বে- অন্য ফ্ল্যাট; পশ্চিমে- খোলা আকাশ। উপরের ১ এবং ২ নং -এ বর্ণিত সম্পত্তিগুলি শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়েকের নামে ২০২৩ সালের ডিড নং - ১৯০১০২৭০৬ দ্বারা নিবন্ধিত। এই সম্পত্তিগুলি ২০২৩ সালের ডিড নং - ১৯০১০২৭০৬ অনুসারে নিচে উল্লিখিত জমি ও ভবনে অবস্থিত।**
জমির ও ভবনের বিবরণ যেখানে উল্লিখিত দুটি (১ ও ২) ফ্ল্যাটটি অবস্থিত- ৪ কাঠা জমির একটি অংশ যা মৌজা- পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং- ১০৩, তৌজি নং- ১৫৫-এ অবস্থিত, যার মধ্যে সি.এস. দাগ নং- ২০০(পি) এবং ২৮৩(পি), সংশ্লিষ্ট আর.এস. এল.আর. দাগ নং- ৫৫২, এল.ও.পি. নং- ২২, এল.আর. খ. -১১২৫, ১৩১৬-এর অন্তর্গত, এটি পানিহাটি পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ২৮, পংশিলা গভ. কলোনি, এডিএসআরও সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১২-এর স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এখানে সুশীল ভবন নামক বহুতল ভবনটি নির্মিত হয়েছে এবং যার সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- এল.ও.পি. নং- ৯, রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি; দক্ষিণে- ১৪ ফুট চওড়া পংশিলা গভ. কলোনি রোড; পূর্বে- এল.ও.পি. নং- ২১, উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি; পশ্চিমে- এল.ও.পি. নং- ২৩, উষা রাণী দত্তের সম্পত্তি।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ- ৪৩,৪৩,৫৯৫/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
প্রাক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শ্রী তাপস মাইতি পিতা- শ্রী প্রভাত মাইতি, গ্রাম ও পো.- বিভীষণপুর (পূর্ব), নিত্যানন্দ মাস্টারের বাড়ির কাছে, মাইতি পাড়া, বাক্সো পাড়া জংশন, বাসন্তী মন্দির, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৫৮।	**শ্রী তাপস মাইতি** পিতা- শ্রী প্রভাত মাইতি, বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি/১, ২য় ফ্লোর, (লোটাস হাসপাতালের কাছে) রাইগাছি, রাজারহাট বিষ্ণুপুর নং ১, জি.পি. উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৫।
শ্রী তাপস মাইতি পিতা- শ্রী প্রভাত মাইতি, মাইটন ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬১/১, এস. এন. ব্যানার্জি রোড, মধুসূদন কমপ্লেক্স, ১ম ফ্লোর, ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের কাছে, কলকাতা - ৭০০১২০।	**শ্রী তাপস মাইতি** পিতা- শ্রী প্রভাত মাইতি, মাইটন ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, পি-৬৪, পি. সি. সেন কলোনি, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, কলকাতা - ৭০০০০৪১।

রেফা. নং: SARB/SB/GS/2025-26/415 তারিখ: ১১.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট: শ্রী তাপস মাইতি, অ্যাকাউন্ট নং ৪১৩৩৯৫২৯১৬১ এবং ৪১৩৩৯৫৫৫৬৩৫।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৩/০৬/২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ৩০/১০/২০২৩ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে :
বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট নামক বহুতল আবাসনের দ্বিতীয় ফ্লোরের সামনের দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১১৪৯ বর্গফুট এবং এতে দুটি বেড রুম, একটি বসার ঘর ও খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। ফ্ল্যাটটি মৌজা-রাইগাছি, জে.এল.নং ১২, আর.এস. নং ১৯৪, তৌজি নং ৩, ১৪৭, ১৬০, ১৬২ ও ১৬৯-এর অন্তর্গত, সি.এস. খতিয়ান নং ২৩০২ ও ২৩০৩-এ অন্তর্ভুক্ত, সি.এস. দাগ নং ৪৫/৬৫১-এর সাথে সম্পর্কিত, যার আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৫, থানা- রাজারহাট, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। এর সঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা জমির স্বার্থও রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর নিবন্ধিত ডিড নং আই-১৯০১-০৯৩৭৮/২০২২-এর প্রথম তফসিলে লেখা আছে, যা সেকশন ৬০ এবং রুল ৬৯ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং বুক- ১, ভলিউম নং ১৯০২২, পৃষ্ঠা ৪১৮৭৯৪ থেকে ৪১৮৮২১, নং ১৯০১০৯৩৭৮ হিসাবে ২০২২ সালে অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস- ১ কলকাতা-য় নথিভুক্ত। জমির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তর- আর.এস. দাগ নং ৬৫; দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা; পূর্ব- ৩৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- আর.এস. দাগ নং ৬৫ ও ৬৭।
সম্পত্তিটি শ্রী তাপস মাইতির নামে রয়েছে, ডিড নং আই-১৯০১-০৯৩৭৮/২০২২, যা ১৮.১০.২০২২ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে।
সংরক্ষিত মূল্য: উক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সময় ঘোষণা করা হবে, যদি প্রয়োজন হয়।
১১/০৮/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৭৯,১৯,৪৪৯/- টাকা, এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে যুক্ত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হচ্ছে।
আমরা আবারও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এই প্রকাশনাটিকে উপরের বিজ্ঞপ্তির বিকল্প বিতরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

হিমাচলে বর্ষায় মৃত্যু বেড়ে ৩১০, ক্ষতি ২,৬২৩ কোটি টাকার

সিমলা, ২৮ অগাস্ট: বর্ষার বৃষ্টিতে এবার বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ। এখনও পর্যন্ত বর্ষার বৃষ্টিজনিত কারণে হিমাচল প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩১০ জনের। এর মধ্যে বৃষ্টিজনিত কারণে প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৮ জন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এযাবৎ হিমাচলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২ হাজার ৬২৩ কোটি টাকার।

২০ জুন থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃষ্টিজনিত কারণে ৩৬৯ জন আহত এবং ৩৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে, ১,৮৬২টি প্রাণী এবং ২৫,৭৫৫টি হাঁস-মুরগি এই মরশুমে মারা গিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ লাইন-সহ সরকারি পরিকাঠামোর ক্ষতির পরিমাণ ২,৪৪,০০০ লক্ষ টাকারও বেশি, যেখানে ঘরবাড়ি, দোকান, গোয়ালঘর এবং ফসল-সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ১৮,০০০ লক্ষ টাকারও বেশি, যার ফলে মোট আনুমানিক ক্ষতি ২,৬২,৩৩৬.৩৮ লক্ষ টাকারও বেশি।

মান্ডি জেলায় ৫১ জন মারা গিয়েছেন (বৃষ্টিজনিত কারণে ২৯ জন, সড়ক দুর্ঘটনায় ২২ জন) এবং ঘরবাড়ি, কৃষি এবং বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কাংড়ায় ৪৯ জন মারা গিয়েছেন, এরপর চাম্বা (৩৬ জন) এবং শিমলা (২৮ জন মারা গিয়েছেন)।

বিহারের নির্বাচন চুরির চেষ্টা বিজেপির, তোপ রাহুলের

সীতামঢ়ী, ২৮ অগস্ট: ভোটার অধিকার যাত্রা থেকে ফের একবার বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিহারের নির্বাচন চুরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার সকালে সীতামঢ়ীর জানকি মন্দিরে পুজার্চনা করেন। পরে ভোটার অধিকার যাত্রায় অংশ নেন।

তিনি বলেছেন, 'আমরা জানি, তাঁরা বিহারের নির্বাচন চুরি করার চেষ্টা করছে। সেই কারণেই আমরা এখানে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছি, যাতে এই মানুষগুলি এবং নির্বাচন কমিশনার জানতে পারেন যে, বিহারের মানুষ বুদ্ধিমান, সতর্ক এবং তাঁরা বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে বিহারে একটি ভোটও চুরি করতে দেবে না। তাঁরা দরিদ্রদের কাছ থেকে ভোট চুরি করছে, কারণ তাঁরা আপনাদের কণ্ঠস্বর দমন করতে চায় এবং আমি এই মঞ্চ থেকে বলতে চাই, তাঁরা কখনই আপনাদের কণ্ঠস্বর দমন করতে পারবে না। আমরা আপনাদের পাশে আছি।' রাহুল গান্ধি আরও বলেছেন, 'এই যাত্রায় আপনারা সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছেন। ছোট ছোট শিশুরা আসছে, তাঁরা আমার কানে কানে বলছে, নরেন্দ্র মোদী ভোট চুরি করে। কর্ণাটকে আমরা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে, বিজেপি ভোট চুরি করেছে। এর আগে আমি কখনও বলিনি যে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন ভোট চুরি করছে। এখনও পর্যন্ত আমি কেবল কর্ণাটকের প্রমাণ দিয়েছি। আগামী সময়ে, আমি লোকসভা নির্বাচন এবং হরিয়ানা নির্বাচনের প্রমাণ দেব।'

আমেরিকার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো উচিত: অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট: আমেরিকার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো উচিত ভারতের এমনটাই দাবি জানালেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের পিছনে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা সমগ্র দেশের কৃষকদের সঙ্গে এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা।' সম্প্রতি, ট্রাম্প ও আমেরিকার চাপে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আমেরিকা থেকে ভারতে আসা তুলোর ওপর এখনও পর্যন্ত যে ১১ শতাংশ শুল্ক ছিল, গত কয়েকদিনে, মোদী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা থেকে আসা তুলোর ওপর আরোপিত ১১ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন, ১৯ অগাস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিনের জন্য আমেরিকা থেকে আসা তুলোর ওপর কোনও শুল্ক আরোপ করা হবে না। এখন, আমেরিকা থেকে আসা অথবা আসা শুরু হওয়া তুলো, ভারতীয় কৃষকদের তুলার তুলনায় ভারতে গড়ে ১৫-২০ টাকা সস্তা। ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের বিষয়ে, এএপির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'যদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে থাকেন, তাহলে আমাদেরও আমেরিকার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা উচিত। আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, তুলোর ওপর ১১ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত এই আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত এবং আমেরিকা থেকে আসা তুলার ওপর আবার ১১ আমদানি শুল্ক আরোপ করা উচিত এবং আমাদের দেশের কৃষকদের বাঁচানো উচিত।'

বন্যায় বিধ্বস্ত পাক

ইসলামাবাদ, ২৮ অগস্ট: টানা অতিভারী বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ অবস্থা পাকিস্তানের। পঞ্জাব প্রদেশ জুড়ে ভয়াবহ বন্যা। রাভি, চন্দ্র ভাগা ও শতদ্রু নদের জলে ডুবে শতাধিক গ্রাম, ভেসে গিয়েছে ফসল ও গৃহপালিত পশু। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারোওয়াল জেলার করতারপুর। শিখদের পবিত্র তীর্থস্থান কর্তারপুর সাহিব করিডর ও গুরুদ্বারা দরবার সাহিব বিগত ২৪ ঘণ্টা ধরে জলে তলিয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রদেশে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-1404 Dt. 25/08/2025** for different Civil Work (Class Room & Toilet & other) in different School under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_895399_1 to 3,** Last Date of Bid Submission **13/09/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

NOTICE

HOOGHLY NADI JALAPATH PARIBAHAN SAMABAY SAMITY LTD, 4/5, Rishi Bankim Chandra Road, Howrah -711101. Sealed quotation/Rate are invited from Reputed Organization / Parties having valid GST/TDS Number/ Trade License for purchase of Burned Mobile within **06th September, 2025**

Details for Quotation contact at Armenian store

Sd/- Secretary

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited by the Pradhan, Bhagirathpur GP, Msd from bonafied outsider for 2 nos of works in the NIeT **05/DOM/BGP/15thFC/25-26, dt 27/08/2025**. Last date of bid submission **06/09/2025 up to 14:00 hrs** for details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Bhagirathpur GP
Domkal, Murshidabad

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. 1336/RM
Date – 28.08.2025
Tender Ref No: WBMAD/ULB/RM/NIT-3e/2018-19/ 6th Call/SL1,
Tender ID: 2025_MAD_896009_1.

Name of the work: Supply & Installation of GPS based monitoring system of different service vehicles under Green City Mission within Ranaghat Municipality. Last Date Submission of Bid: **08.09.2025.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 303/25-26 Dated 28.08.2025

E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP 192 LED 110 CW) in Pravat Pally More Kali Mandir, AT WARD NO_35 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 29.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs:1,07,295.37/- c) Documents download starting date & time: 29.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 06.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 09.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 302/25-26 Dated 28.08.2025

E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Ramkrishna Nagar Play Ground, AT WARD NO_30 RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 29.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295.37/- c) Documents download starting date & time: 29.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 06.09.2025 at 11-00 hrs.e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 09.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-06 OF 2025-26 (1st Call) Online Tender has been invited from bonafide agencies for Construction of Innovative Laboratory of Bhabla Tantra Sir rajendra High School, Basirhat Municipality under RIDF-XXX. e-Tender Start Date: **29.08.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **13.09.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI

NOTICE INVITING e-QUOTATION
WBPMID/DAS-I/EO/NIQ-01/25-26, Memo No-595, Date- 28/08/2025

Quotation Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **29.08.2025.** Bid Submission end Date- **04.09.2025.** Bid Opening Date- **08.09.2025.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drains, C.C.Roads in different Wards within Bongaon Municipality Under the scheme of H.F.A.Year 2020-21, I.D. component.

Tender reference: WBMAD/NIeT/HFA/67/BM/2025-26/PWD Date: 28.08.2025

Tender ID: 2025_MAD_895782_1, 2025_MAD_895782_2, 2025_MAD_895782_3, 2025_MAD_895782_4, 2025_MAD_895782_5, 2025_MAD_895782_6, 2025_MAD_895782_7, 2025_MAD_895782_8, 2025_MAD_895782_9, 2025_MAD_895782_10, 2025_MAD_895782_11, 2025_MAD_895782_12, 2025_MAD_895782_13.

1. Bid Submission Start date- **28.08.2025 at 05.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **08.09.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **12.09.2025 at 05.00 PM.** 4. Bid opening date- **15.09.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 4th Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 34/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 08.09.25 instead of 26.08.25

2nd Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 27/WS/ Eng/25 Dt. 03-06-25
Bid Submission period: 08.09.25 instead of 25.08.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 31/WS/ Eng/25 Dt. 26-08-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 301/25-26 Dated 28.08.2025

E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Canel side Road, at WARD NO_29 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 29.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs:1, 07, 295.37/ c) Documents download starting date & time: 29.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 06.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 09.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ ঃ এসটি-প্রোজ-কেজিপি-ইআই-পিকেইউ-ইও, তারিখ ২৬.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট-II)/খড়গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ে, নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **অবস্থান সহ কাজের নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিশনে, পাঁশকুড়া ইস্ট আউটার কেবিনে, নতুন ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরনো প্যানেল ইন্টারলকিং প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক কাজের মূল্য ঃ** ৭,৬৫,৮১,৩৭৮.৫১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৩২,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৯.২০২৫, দুপুর ৩টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ www.ireps.gov.in বিঃদ্রঃ - এই প্রেক্ষিতে, এই অফিস দ্বারা জারি করা এনআইটি নং. এসবি-প্রোজ-২-কেজিপি-ইআই-পিকেইউ-ইও তারিখ ২৮.০৭.২০২৫ বাতিল গণ্য হবে।** (PR-567)

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division

TENDER NOTICE

e-NIT No: 05/EE/WBSRDA/ S24/SF/2025-26 dt 28.08.2025 The Executive Engineer, **WBSRDA,** South 24 Parganas Division invites **e-NIT No: 05/EE/WBSRDA/ S24/SF/2025-26 dt 28.08.2025 . The Last date of bid submission for e-NIT is 13.09.2025 at 17:00 hours.** Details of which may be viewed in the **Website www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-05 OF 2025-26 (1st Call) Online Tender has been invited from bonafide agencies for 25 nos. various work under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **29.08.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **06.09.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-44 of 2025-2026 Dated 27.08.2025

Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced electrical license holder Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Elect.), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/243/ 25-26/ 2nd Call Dated 28.08.2025	Construction of Old Drain Covered Slab, Close Bamboo Pilling and Brick Wall beside Rammohan Sriti Sangha in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,868.00
WBMAD/ULB/RSM/177/25-26/ 3rd Call Dated 28.08.2025	Renovation of Health Centre at Nowapara Burobottala, Ward No. 10, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,40,125.00

Bid Submission end date: **06.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Government of West Bengal

Office of the Deputy Director of Textiles, (Handloom etc.)
Presidency Division, Krishnagar, Nadia, Pin- 741101,

Notice

Undersigned is inviting an e-tender for the construction of temporary Stalls and electrical work for NADIA TANT O HASTASHILPO MELA 2025' at Bethuadhari, Nadia held on and from **15/09/2025 to 24/09/2025**
Tender Id :**- DDTEXTPD/NIT01(e)/2025-26**
Last date of the submission e tender is **04/09/2025 at 5.00 PM**
The details shown in :- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Director of Textiles, (Handloom etc.)
Presidency Division, Krishnagar, Nadia, Pin- 741101

NOTICE INVITING E-TENDER
NO. 05/2025-26, DATED- 27.08.2025

Vide Memo No. 015/004/03/04/804(16), dated-27.08.2025

WBCADC Debra Project under **P&RD Department, Govt. of West Bengal** is inviting e-tender for the work of **Construction of M.S. Shade Net House at Kapgari-Jhargram unit under WBCADC Debra Project during F.Y 2025-26** vide **E-NIT No. 05/2025-26, dated - 27.08.2025**. Estimated cost for the work: ₹ 3,52,318.00. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **06.09.2025** up to **6:30 P.M.** by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submitted online through our e-Portal up to **6:30 P.M.** on **06.09.2025**.

Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজি. অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫ ফ্যাক্স নং - +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে মানাকসিয়া লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ৪১তম (একচল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (''এমসিএ'') সাথে পঠিত সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষটি হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ৯/২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 (সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ওয়েবলিঙ্ক সহ কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত। অধিকন্তু, তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যেখানে লিঙ্কটি প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ (নোটিশ সহ) কোথায় পাওয়া যায় তার সঠিক পথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-র সাথে নিবন্ধিত নয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা (যাদের মধ্যে বাস্তবে শেয়ার রয়েছে) কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত করেননি, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার অন্যান্য বিবরণের জন্য সদস্যদের ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সংবাদপত্রের প্রকাশনা, যা কোম্পানি কর্তৃক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাও দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, সাধারণ সভার সচিবালয় মানদণ্ড - ২ এবং তালিকাভুক্তি বিধি ৪৪ এর নিয়ম অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং সুবিধাটি বার্ষিক সাধারণ সভায়ও উপলব্ধ থাকবে এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং অন্যথায় ভোটদান থেকে নিষিদ্ধ নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।

যেসব সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যে সকল সদস্য এই তারিখে সদস্য নন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর কিন্তু শেষ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য এনএসডিএলকে evoting@nsdl.com অথবা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। তবে এনএসডিএলে ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং এর সময়কাল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে, এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে। অধিকন্তু, সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি বা ওএভিএম এর মাধ্যমে ই-ভোটিং বা সভায় যোগদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটদান যাচাই করার জন্য কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটদানের ফলাফল বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল অবিলম্বে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksia.com এবং এনএসডিএল এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) -এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ডি চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮.০৮.২০২৫

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

5 STAR SUPER COLOUR — A Product of MSL INDIA · An ISO 9001 : 2015 Company · 5 STAR SUPERLUME — A Product of MSL INDIA

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং: ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ২৪তম (চব্বিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে **২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে।** কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (''এমসিএ'') সাথে পঠিত সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষটি হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ৯/২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 (সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ওয়েবলিঙ্ক সহ কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) /ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে নিবন্ধিত। অধিকন্তু, তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যেখানে লিঙ্কটি প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ (নোটিশ সহ) কোথায় পাওয়া যায় তার সঠিক পথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-র সাথে নিবন্ধিত নয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা (যাদের মধ্যে বাস্তবে শেয়ার রয়েছে) কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত করেননি, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার অন্যান্য বিবরণের জন্য সদস্যদের ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সংবাদপত্রের প্রকাশনা, যা কোম্পানি কর্তৃক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাও দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, সাধারণ সভার সচিবালয় মান-২ এবং তালিকাভুক্তি বিধি ৪৪ এর নিয়ম অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং সুবিধাটি বার্ষিক সাধারণ সভায়ও উপলব্ধ থাকবে এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং অন্যথায় ভোটদান থেকে নিষিদ্ধ নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।

যেসব সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যে সকল সদস্য এই তারিখে সদস্য নন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর কিন্তু শেষ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য এনএসডিএলকে evoting@nsdl.com অথবা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। তবে এনএসডিএলে ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং এর সময়কাল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে, এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে। অধিকন্তু, সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে ই-ভোটিং বা সভায় যোগদান সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটদান যাচাই করার জন্য কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটদানের ফলাফল বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল অবিলম্বে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই)-এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮.০৮.২০২৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার ● ২৯ অগস্ট ২০২৫ ● পেজ ৮

‘শোলে’র পঞ্চাশ: ভারত এক খোঁজ

অশোক অধিকারী

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুন্ধতী রায় তাঁর উপন্যাস ‘দ্য মিনিস্ট্রি অব আটমোস্ট হ্যাপিনেস’ (২০১৭) গ্রন্থে যে ভারতবর্ষকে আমাদের চিনিয়েছেন সে সম্পর্কে যে কথা চালাচালি অব্যাহত আছে তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার খুব সুনজরে যে তিনি নেই এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায়।আলোচনার অংশে মন্তব্য করা হয় যে,অরুন্ধতীর এই উপন্যাস আধুনিক ভারতবর্ষের একটি বিচিত্র ও বহুবর্ণ উপাখ্যান।এই ভারতে যেমন রয়েছে গুজরাট দাঙ্গা, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি, যন্তরমন্তরে বিপুল ছাত্র বিক্ষোভ তেমনই এই ভারত প্রবল রূপে এখনও সামন্ততান্ত্রিক, শ্রেণিবিভক্ত ও দুর্নীতি নির্ভর।ধর্মের নামে এখানে ক্ষমতা দখল করা যায়,ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে উচ্চকণ্ঠ অন্য সব কণ্ঠকে দমিয়ে দিতে পারে;আবার এই দুসহ ও দুর্মর মানচিত্রের ভিতরের পাতায় বাস করে ভালোবাসা,সেখানে আশ্রয় পায় প্রেম জন্ম নেয় দুর্মর আশা। অরুন্ধতী নিজেই তাঁরএই সমাজনিগূঢ় উপন্যাসকে‘লড়াইয়ের উপাখ্যান’বলে বর্ণিত করে এভিডেভিড দিয়েছেন,‘৩৭ বছর ধরেই বইটি আমি লিখছি।’ প্রসঙ্গত- ‘শোলে’ সিনেমা মুক্তি পায় ১৯৪৭র ১৫ আগস্ট।দেশে তখন জরুরি অবস্থা (১৯৭৫,২৫জুন) জারি হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। সার্বিক সরকার বিরোধিতার ওপর জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। গণতন্ত্রের সবকটি স্তম্ভের ওপর সরকারী ফতোয়া জারি। নৈতিক অবক্ষয়। সমাজব্যবস্থা রসাতলে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যর্থতায় চরম অরাজকতা বিরাজমান। ব্যাপক জেল,সুস্থ চিন্তার ওপর তালাচাবি, ধরপাকড়, বুদ্ধিজীবীদের হাতে হাতকড়া। কলমের ওপর খবরদারি। ভয়ান্ধকার এমন একটি পরিস্থিতিতে রামগড় নামে একটি প্রান্তিক জনপদ যেখানে অন্যায় অত্যাচার আর জুলুমবাজি শাসন,তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ,সমাজ নিগড়ে মর্যাদা ফিরে পাওয়ার লড়াই যেন এক সমাজকে নোতুন করে গড়ার শপথে মথিত; সঙ্কটের সে বিহ্বলতায় শোলে-র মুক্তি কী একেবারেই নিষ্কণ্টক ছিল! উত্তরটা এককথায়-না,হয়নি। সিনেমার দৃশ্যে যেখানে ঠাকুরসাহাব (সঞ্জীবকুমার) গব্বর সিংকে (আমজাদ খান) কাঁটার জুতোয় ক্ষতবিক্ষত করে তাকে রক্তাক্ত করছে এবং অবশেষ হিসাবে তাকে ঐ জুতোয় পিষে মেরে ফেলার কথা ছিল, সেন্সরবোর্ডের আপত্তি এসেছিল ঐ জায়গা থেকে। একজন পুলিশের কর্তা যিনি আবার আইনের দাসও তিনি সমক্ষে এক অপরাধী সন্ত্রাসীকে ঐ নৃশংসতার সঙ্গে মারছেন তা আইন মান্যতা দেয়নি।তাই কাট্।আজ আবার যখন রমেশ সিপ্পির শোলে-র অবিকৃত সেলুলয়েডটি (রমেশ সিপ্পির ছেলে শাহজাদ যা উদ্ধার করে) ফ্লিম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ও সিপ্পি ফিল্মস্ এর উদ্যোগে পর্দায় আনার উদ্যোগ চলছে এবং আগামী টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ও ৫০ তম বর্ষে তাকে সম্মানিত করার দিকে তাকিয়ে সবাই তখন বিশ্ব পরিস্থিতি পাল্টেছে। একদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ অন্যদিকে গাজায় আমেরিকার মদতে ইজরায়েল বিপুল ধ্বংসলীলা চালিয়ে দেশটিকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করার প্রয়াসে মত্ত। সামগ্রিক এই ভারসাম্যহীন বিশ্বে ক্ষমতার আস্ফালন ও প্রদর্শন মানুষের অধিকারে থাবা বসিয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রে আধিপত্যকামী শক্তির বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে জনজীবনে।ভারতবর্ষে এবং অবশ্যই এই রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার কাজ সুচারু রূপে চলছে। সাতের দশকের রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও আজকের বাস্তবতা ভিন্ন প্রকৃতির হলেও তাদের অভিমুখ নিয়ে কথা থাকলেও ক্ষমতার হাতেই যে মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে তা দুই সময়েই সমান। সেখানে কোনো ভিন্নতা নেই।

শোলে প্রকাশের পর বাজার ধরতে কিছু সময় গেলেও পরে তা একাদিক্রমে মুম্বাইয়ের মিনার্ভা হলে (১৫০০সিট) একটানা পাঁচ বছর হাউসফুল সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে বড় অঙ্কের টাকার (১৫০ মিলিয়ন) ব্যবসা করে; যা সেই সময়কার কেন্দ্রীয় বাজেটকে ছুঁতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিমধ্যে শোলে স্থান কাল ভেদে সারা বিশ্বে যখন দর্শকের দরবারে সমাদর পাচ্ছে তার আবেদনের জন্য; বিশেষত ত্রিবিধ কৌনিক অবস্থানের কারণে ১) অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা ঠাকুর সাহাব ও রামগড়ের সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আবেগের সহাবস্থান। ২) গাব্বার সিংয়ের এই ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে অনীহা ও তাকে অস্বীকার করার একনায়কতন্ত্রী মনোভাব। ৩) রাধার(জয়া) বৈধব্যের আড়ালে কুয়াশা জড়িত ভালোবাসার অমলিন অনুভূতি বা বাসন্তী (হেমা), বীরু(ধর্মেন্দ্র) ও জয় (অমিতাভ)র বন্ধুত্ব ও রোমান্সের পাল তোলা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার যে অমলিন জীবন তাকে মানসিক ভাবে উতরে দেওয়ার বিন্যাসে শোলে অনেক বেশি প্রমোদের ও অবশ্যই সমাজ নৈকট্যে অনুভবের।তাই কখনও শোলে হয়ে উঠেছে সামাজিক বন্ধনের, কখনও আনন্দের কখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সুন্দরকে ভালোবাসি বলেই অসুন্দরের সঙ্গে আমার লড়াই’-র প্রেরণায় রুখে দাঁড়ানোর আবার তা রাষ্ট্রেরঅবরোধের সামনে প্রজন্মকে আনন্দিত করার প্রয়াস; যে কারনে আশির সময়কালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ যখন চলছে এবং ইরানের সরকার গান গাওয়া বা নাচা নিষিদ্ধ করে দেয়, সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে ইরানের ইতিহাসবিদ বেহরুজ তুরানি বলেন,তখ.এ সব সত্ত্বেও শোলে চূড়ান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ইরানে কারণ যেসব বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ঠিক সেগুলোই ছিল শোলে’তে-রোমান্স, হিরোইজম,গান আর ওই যে ভারতীয় ছবির বাস্তবের থেকেও বড় করে দেখানোর কায়দা,ইরানিরা এই সব ব্যাপারগুলোই পছন্দ করেছিল।দএ কথাও সত্য যে যুদ্ধের অনিশ্চয়তা,আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে গোলা ফাটার আওয়াজের মধ্যে গব্বরের সামনে বাসন্তীর নাচের যে দৃশ্যায়ন তা ঘরবন্দী শিশুদের সামনে নেচে বড়োরা তাদের মন থেকে অবসাদ দূর করার থেরাপি চালাত।হিটলারের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠানোর আগে যেমন শিশুদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’অভিনয় করানো হতো মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার শিক্ষা দিতে। সে আলোচনা প্রসঙ্গত এলেও ১৯৭৫র সিনেমা যখন তৈরি হয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে তার থেকে ১১৯বছর আগে বিধবাবিবাহ (১৮৫৬) যখন আইন স্বীকৃত তখন কেন রাধাকে সাদা পোশাকে রেখেই এ সিনেমা শেষ করা হল তা নিয়ে দর্শকের মনে প্রশ্ন অপেক্ষা আবেগের ক্রন্দনই ধ্বনিত হয়।বিধবার জীবনে প্রেমের মাহাত্ম্য তবে কী অস্বীকৃত হয়েছে এ সিনেমায়।ঠাকুর সাহাব যখন রাধার দ্বিতীয় বিবাহের জন্য বাবাকে বলেন তখন সাবধানী বাবার প্রশ্ন ছিল-সমাজ কী বলবে? তার উত্তরে ঠাকুর সাহাব বলেন, ‘সমাজ মানুষের একাকিত্ব দূর করার জন্য,তাকে একা করে দেওয়ার জন্য নয়।আমরা কি অন্যের ভয়ে জীবিত রাধাকে মৃত করে রাখব?’এ কথন সামাজিক দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। বিদ্যাসাগরের দেশ যার থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি। সিনেমায় মিল খুঁজে চাওয়া মানুষ তার সহজাত আবেগেই সিনেমা দেখে হল থেকে হাসিমুখে বেরতে চান; সেখানে যেমন গব্বররা (এন্টাগনিস্ট) শাস্তি পাবে এটা একটা স্বস্তি তেমনই সমাজ বন্ধনে একটি সম্পর্কের দুহাত মিলবে এটাও সর্বৈব সত্যি।ক্ষমতার শেষ হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির মুসোলিনি বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হের হিটলার,স্পেনের ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো বা জাপানের তোজো কেউ শেষ রক্ষা করতে পারেননি নিজেদের। আজকের দুই ভিন্ন আলো-অন্ধকারের দুই বিশ্বে যে ক্ষমতার আস্ফালন চলছে তা থেকে আজকের গব্বরেরা শিক্ষা নিতে পারেন।যদিও পুঁজিবাদ ও অবশিষ্ট প্রলেতারিয়েতের অসম যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় দৃশ্যমান হচ্ছে তবুও ইতিহাসের পথ বেয়েই ক্ষমতাবানের হাত থেকে ক্ষমতাহীনের দলও তাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে আনছে। শোলের গব্বারের বিরুদ্ধে ঠাকুরসাহাব সহ রামগড়ের মানুষের লড়াইটা অসম ছিল সন্দেহ নেই,কিন্তু তার মধ্যে থেকেই নেতৃত্বে উঠে এসে বীরু ও জয় তাদের একজনের ক্ষয় দিয়ে(জয়ের মৃত্যু) বাঁচিয়ে গিয়েছিল রামগড়ের সমষ্টির জীবন।

প্রশ্ন উঠতে পারে শোলে-র এত তলায় দাগ দেওয়া চরিত্র থাকা সত্বেও কেন গব্বার চরিত্রটি সকলের মনে স্থায়ী হয়ে গেল।ঠিক প্রিয় না হলেও ভয়,আত্ম দৃঢ়, নির্দয় ও নৃশংসতার দিক দিয়ে অবশ্যই গব্বার চরিত্রটি মনে রাখার মতো। তার চরিত্রেই প্রথম দেখা গেল একজন কোট আনকোট ভিলেন কেমন হতে পারে তার একটি আদল।যখন সে ডায়ালগ বলে তার অভিব্যক্তি উদ্দিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে এতটাই মানাসই যে তা অন্য কাউকে দিয়ে বলালেও তা উতরাবে না। আবার পঞ্চাশ বছর আগেও মায়েরা তার দুষ্টু ছেলেকে খাওয়াতে বা ঘুম পাড়াতে যখন ‘খেয়ে নে,বা ঘুমিয়ে পড়,নাহলে গব্বর সিং আসবে’বলে খাওয়াত বা ঘুম পাড়াত আজও সেই তরাস লাগা ডায়ালগ সমানে ব্যবহৃত হয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে।এটা যেমন একটা দিক তেমনই শক্তের ভক্ত যে শ্রেণি প্রভৃত ক্ষমতাশালীর কাছাকাছি থাকতে চায় বা তাকে ব্যবহার করতে চায় নিজের স্বার্থে, তার বা তাদের কাছে গব্বার চরিত্র আদরণীয়! তাহলে গব্বার কী একজন সাধারন অপরাধী অথবা কোনো বৃহত্তর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত একজন অপরাধী।সেটা সিনেমায় খুব একটা খোলসা করে নেই। এখানে কোনো রাজনৈতিক নেতা নেই।সাধারনত যাকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় চরিত্রেরা ঘুরপাক খায়।গব্বার একাই একটি টিলার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। লুটপাট,ভয় ভীতি দেখিয়ে রামগড়ের মানুষকে ত্রস্ত করে রাখে,এটাই তার পাসওয়ার্ড।একটি বিরাট অসংসদীয় বাহিনীকে সে নেতৃত্ব দেয়; প্রয়োজনে কার্যসিদ্ধি না করতে পারলে তাদের গুলি করে মেরেও দেয়।সেখানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা ঠাকুর সাহাব নির্ভেজাল ছিঁচকে বীরু ও জয়কে নিয়ে যে বৃহত্তর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয় তাতে তার সমূহ সর্বনাশও(হাত বাদ যায়)তবুও বৃহত্তর স্বার্থে বহু জনের বেঁচে থাকাকে মান্যতা দিতে ঠাকুর সাহাব একটি মান্য চরিত্র হয়ে সিনেমায় অবতীর্ণ হয়।

তবু,অন্ধকারের দিক নিয়ে আলোচনায় কোনো সিনেমা এত জনপ্রিয়তা পেতে পারে না।ভারতীয় সিনেমায় ‘পথের পাঁচালী’,‘মাদার ইন্ডিয়া’ বা ‘নয়া দৌড়’র মতো সিনেমাও পাঁচের দশকে তৈরি হয়েছে।সেখানে আধুনিকতা এসেছে সঙ্গে অনুসঙ্গ হিসাবে এসেছে দারিদ্র্য।কিন্তু ডাইমেনশনের দিক দিয়ে তা একমুখী। সেখানে মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার একটি অপবাদ থাকলেও কোথাও সে অর্থে অস্বীকার নেই। আমরা ‘মাদার ইন্ডিয়া’য় প্রথম দেখলাম(রাধা চরিত্রে) অস্বীকার করার প্রবণতা।একদিকে স্বাধীন ভারতে উপজীব্য হীন মানুষের মরে বেঁচে থাকা অন্যদিকে জমিদারতন্ত্র উৎপাটনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাধীনতা এল তাতে যেমন আপোষ ছিল,সেই আপোষ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে; তাই মানুষ তার বেঁচে থাকার সার্বিক অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে গেল।এই একরেখীয় সঞ্চার থেকে শোলে আনল বহুমাত্রিকতা।যেমন বাজার ধরার জন্য বিনোদন এল তেমনই একটি সমাজ উপান্তে যতগুলি উপাদান সঞ্জীব থাকে তাকে ব্যবহার করার দিকগুলিও উন্মোচিত হল।আধিপত্য,সার্বিক আগ্রাসন,প্রয়োজনে বাস্তুচ্যুত করা,ভয় জিইয়ে রাখা ও তাকে লালন করা সর্বোপরি মানুষের বেঁচে থাকার ওপর সেন্সাস এল সেলুলয়েডে।একদিকে ভায়োলেন্স অন্যদিকে রোমান্স তার মাঝে মানুষকে স্বস্তি দিতে যে গল্প ফেঁদেছেন রমেশ সিপ্পি তাতে মশলা সিনেমার বাজারজাত হওয়ার একটি ফর্মুলা প্রথম সিনেমাজগত দেখল।সেলিম- জাভেদের এই নির্মাণ সিনেমার খাতিরে কোথাও কোথাও পরিমার্জন ও সংশোধন করা হলেও একক চরিত্র হিসাবে ঠাকুর সাহাব গোটা সিনেমায় নেতৃত্বের জায়গায় আসীন।বীরু বা জয়ের বন্ধুত্ব সিনেমায় একটি সম্পদ হিসাবে এসেছে সত্য কিন্তু তাদের পিছনে সঞ্জীব কুমারের যে অবদান তা মনে রাখার মতো।অন্যদিকে বাসন্তীর সরলতা,আত্মমর্যাদা বোধ ও সাহসী চেতনা এবং রাধার বৈধব্য, জীবনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার একাকিত্ব,জীবনের রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ উপভোগ করতে না পারার যন্ত্রণা, নিজস্ব গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কষ্ট একটি নৃতাত্ত্বিক সমাজ অন্বয়ে যা বিদ্যমান তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দর্শকও যেন রাধার কষ্টের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেয়।গব্বরের ‘কিতনে আদমি থে’, ‘তেরা কিয়া হোগা কালিয়া’,‘আব গোলি খা’কিংবা,‘যো ডর গয়া সমঝে মর গয়া’র মতো ডায়ালগ আজও যেমন মুখে মুখে ফেরে তেমনই শোলে-র অনেক সংলাপ সমানে বিজ্ঞাপনে,রাজনৈতিক মঞ্চে, খেলার মাঠে,প্যানেল ডিসকাশনে ব্যবহৃত হয়ে হাততালি পায়। আরজিকর আন্দোলনেই তো আমরা অনেক ডায়ালগ মূর্ত হতে দেখেছি যার মধ্যে পেয়েছি সেই স্লোগান,‘ভয় যেমন ছোঁয়াচে, সাহসও তেমনি ছোঁয়াচে।’ আজকের ভারতের যে সামগ্রিক চিত্র যেখানে মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার, বেঁচে বর্তে থাকা বিপন্ন।

যখন হিংসা জুলুম রক্তপাত নিয়তকার ঘটনা;যখন আইন শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও প্রতিশোধ একই লাইনে দাঁড়িয়ে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে,বিপন্ন মানুষের সম্বল হয়ে ওঠে ভয়,আধিপত্য ও ক্ষমতার একচ্ছত্র দাপটে মানুষের জীবন বিপন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক অবনমন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছে-তখন অঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে অঙ্গার হয়ে জন্ম নেওয়া বীরু,জয় বা ঠাকুর সাহাবদের মতো অসংখ্য মানুষের মূর্ত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।শোলে-র পঞ্চাশতম বর্ষে শোনা যায় অমিতাভ বচ্চনের(বীরু) কথা,‘শোলে আসলে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের বিজয়,আর সবচেয়ে বড় কথা তিন ঘন্টায় ন্যায়বিচার! যা আপনি আর আমি আজীবনেও না-ও পেতে পারি।’ সেই অজানা ভারতের খোঁজ আজও চলছে!

মালিক: প্রসেনজিৎ, রাজকুমার রাও দুই অ্যাকশন হিরো ও সাথে রোমান্টিক শপথ ‘হ্যায় না মুমকিন...’

প্রদীপ মারিক

অনবদ্য প্রসেনজিৎ। এখনো তিনি বুঝিয়ে দিলেন কমার্শিয়াল ছবিতে তিনি রিয়েল হিরো। তিনি দেখিয়ে দিলেন বয়স কেবলমাত্র একটা সংখ্যা মাত্র। অভিনেতার আসল পরিচয় অভিনয়। প্রসেনজিতের কি অনবদ্য স্ট্যান্ড, তার লক্ষ শুভানুধ্যায়ীর মত আমিও একজন অন্ধ ভক্ত হলেও তার অভিনয় দেখে আমার মত তার পাগল ফ্যানরা নিশ্চই বলবেন, ‘আমি প্রসেনজিতের বই ছাড়বো না—’ । আগাগোড়া অ্যাকশন থ্রিলার মালিক চলচিত্রে মন ছুঁয়ে যায় ‘ হ্যায় না মুনকিন—’ । ভরুন জৈন এবং শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠ এই সিনেমায়

প্রাণ এনে দিলো। এই গান গেয়েই দীপ প্রতিজ্ঞা করলো তার ভালোবাসার কথামালাকে বুকে জড়িয়ে রাখবে আমৃত্যু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। মালিক বলতে গেলে অ্যাকশন থ্রিলার ফিল্ম যা পুলকিত দ্বারা পরিচালিত এবং কুমার তৌরানি এবং জয় শেওয়াক্রমানি প্রযোজিত। এই ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং মানুষী চিল্লার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে রাজকুমার রাও অনবদ্য। মালিকের সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসাবে আসেন রিয়েল হিরো প্রসেনজিত যিনি মালিককে খুঁজে বের করার জন্য অভিজ্ঞ এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। তার বাঙালি স্পর্শ এবং স্টাইলিশ আচরণের অভিজ্ঞতা এই চলচিত্রে সতেজতা আনে। অংশুমান পুষ্কর এবং সৌরভ সচদেব রাজের জাদুকরী জাগতিকতার সাথে মিল রেখে একটা জাতি একটা অঞ্চলের সমস্যা হৃদয় স্পর্শী চিত্রনাট্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। শচীন জিগারের সুর এবং হুমা কুরেশির প্রাণবন্ত অভিনয় মালিক কে রোমান্টিকতার দিকে মোড় নেয়। গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে নিজস্ব জীবন ধরে নেওয়া এবং আখ্যানের সাথে একীভূত হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকে। মালিক দেখতে দেখতে যেন সেই ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকের সামন্ততান্ত্রিক এলাহাবাদের প্রেক্ষাপটে ফিরে যাওয়া যায়। যেখানে একজন কৃষক শ্রমিকের (একজন নিষ্ঠাবান রাজেন্দ্র গুপ্তের) ছেলে দীপক (রাজকুমার) জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একজন গ্যাং লর্ড হয়ে ওঠে এবং ‘মালিক’ উপাধি ধারণ করে। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের পুলিশ স্টেশনগুলি দীপকের মতো ইতিহাসের পাতায় পূর্ণ, যারা বর্ণ বা শ্রেণী সংগ্রামের কারণে বন্দুক তুলেছিল এবং ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রাজনীতিবিদরা তাদের গ্রহণ করেছিল। রাজ সুনিপুণ চরিত্র অঙ্কনে এই চলচিত্র রিয়েল অ্যাকশন স্ফুলিঙ্গে পরিণত করেন। লোকেশনগুলো অলংকরণ এবং সংলাপের ডিনামাইটের ছাপ সৌরভ শুক্লা এবং স্বানন্দ কিরকিরের নেতৃত্বে রাজনীতিবিদদের ভঙ্গি যেন সত্যি বাস্তবসম্মত। প্রতিশোধ এবং বিশ্বাসঘাতকতার পর্বে ভরা রাজনীতিবিদ-অপরাধীর সম্পর্ক যেন প্রতীকী অর্থে অসাধারণ সামাজিক বার্তা দেয়। প্রেমের আবহে মালিক হয়ে ওঠে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু সঙ্গে এক ট্র্যাজিক মোড় নিয়ে আসে এই চলচিত্রে। মানুশি ছিল্লা অসাধারণ অভিনয়ের ছাপ রাখলেন। ১৫২ মিনিটের চলচিত্র, অ্যাকশন মুভি হিসাবে সপ্রতিভ ছাপ ফেলে দিয়েছে ভারতীয় সিনেমায়। নৃত্যরত প্রসেনজিৎ যেন আবার সেই রিয়েল হিরোর স্থানে ফিরে এসেছেন। মালিকের প্রাণ ফিরে এসেছে দীপ কথায় ভালোবাসার নিঃশ্বাসের গন্ধে, সেই ভালোবাসার গন্ধে ‘ হ্যায় নামুনকিন—’ গানেই যেন প্রাণ ফিরে আসে।

বাবার মতো অভিনেতা এবং মানুষ দুটোই হতে চেয়েছি: গৌরব

মুক্তি পাচ্ছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত সরলাক্ষ হোমস। এই সিনেমায় হেনরি বাস্কারভাইল এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন **অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী**। তার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে **শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**।

প্রশ্ন: বাবা (সব্যসাচী চক্রবর্তী) র কাছে কি নিজের অভিনয়ের জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছেন? আপনার অভিনয় জগতে আসার পশ্চাতে আপনার বাবার অবদান সম্পর্কে যদি একটু বলেন?

■ জীবনে অভিনয় করার অনুপ্রেরণা প্রথম বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বাবার মতো অভিনেতা হতে শুধু অভিনেতাই নয় সর্বোপরি বাবার মতো একজন ভালো মানুষ হতে চেয়েছি। তখন শুরুর দিকে আমি কলেজে ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করছি সেই সময় সেকেন্ড ইয়ারে পড়ারকালীন আমাদের যে নাট্যদল ‘চার্বাক’ সেখানে আমি সাউন্ড ডিজাইনের টেকনিশিয়ান হিসেবে যুক্ত হই । আবহসংগীতের নিয়ন্ত্রণের ভার সেই সময় পুরোপুরি আমার হাতে থাকতো। সেই সময়ই আমাদের এই ‘চার্বাক’ নাটকের দলে একটা ফেলুদার নাটক হয়েছিল যেখানে আমি তোপসে চরিত্রর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। সেই সময় বাবা ওই নাটকটির পরিচালক ছিলেন। তখন বাবা, পিসি এবং পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে আমি কিভাবে থিয়েটারের মঞ্চে হাঁটতে হয় কিভাবে ডায়লগ ডেলিভারি করতে হয় কিভাবে সুন্দরভাবে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হয় সেটা সুন্দরভাবে করায়ত্ব করেছিলাম। এই নাটকটা করার পরপরই আমার অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছাটা জন্মায় তখন বাবাকে আমি নিজে অভিনয় শেখার জন্য একটা কোর্স করার কথা জানাই। বাবা কোন কোর্স না পড়ে থিয়েটারে প্রশিক্ষণ করার পরামর্শ দেন। এরপর থিয়েটারে অভিনয় করতে করতে আমি ‘গানের ওপারে’ সিরিয়ালটায় প্রদীপ্ত চরিত্রটার জন্য সুযোগ পাই। এইভাবেই বলতে গেলে আমার অভিনয়ে জীবনের শুরুতে বাবার অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। বাবার প্রশিক্ষণ না থাকলে আমি হয়তো এই জায়গায় আসতে পারতাম না।

প্রশ্ন: আসতে চলেছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত সরলাক্ষ হোমস? আপনি এই ছবিতে হেনরি বাস্কারভাইল এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন? চরিত্রটার জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছেন? শার্লক হোমসকে কিভাবে আপনি জেনেছেন?

■ ছোটবেলায় জন্মদিনে আমি শার্লক হোমসের আব্রিজড ভার্সন উপহার পেয়েছিলাম। সেখানে শার্লক হোমসের তিনটে গল্প ছিল, ‘সাইন অফ ফোর’ ‘আ স্টাডি ইন স্কারলেট’ এবং ‘হাউন্ড অফ দা বাস্কারভাইল’। তিনটে গল্পই আমাকে প্রচন্ড মুগ্ধ করেছিল এবং আমি শার্লক হোমস চরিত্রটা ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে পরে যখন সায়ন্তন বলে যে শার্লক হোমসের গল্প হাউন্ড অফ দা বাস্কারভাইল নিয়ে সিনেমা করতে চলেছে আমি তখন বলেছিলাম যে বাংলায় শার্লক হোমস্ ব্যাপারটা কেমন হবে। তারপর ও আমাকে আমার চরিত্রটার কথা বলেছিল এবং জানিয়েছিলো ও আমাকে হেনরি বাস্কারভাইল চরিত্রটার জন্য ভাবছে। এটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মত ছিল যে আমি হেনরির চরিত্রটা করব যে চরিত্রটা এই গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রশ্ন: শার্লক হোমস্ প্রথমবার আসতে চলেছে বাংলা সিনেমায় তাও আবার বড় পর্দায়? এ বিষয়ে আপনি দর্শক মন্ডলীকে কি মেসেজ দেবেন?

■ শার্লক হোমস্ বাংলা সিনেমার পর্দায় আসতে চলেছে তাও প্রথমবার এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। এটা আমার কাছে একটা প্রচন্ড এক্সাইটমেন্ট এর ব্যাপার। এখন দর্শক এটাকে কিভাবে নেবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। এখানে যে লন্ডনকে দেখানো হচ্ছে সেই লন্ডন অত্যাধুনিক লন্ডন। শার্লক হোমস এখানে একজন বাঙালি হিসেবে পরিচিত। পটভূমিটা পুরোটাই এক রাখা হয়েছে, শুধু চরিত্রগুলোর নাম এবং তাদের চালচলন বদলে গিয়ে সেই চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা বাঙালিয়ানা অর্থাৎ বাংলার মুন্সিয়ানার ছাপ্ এসেছে। আমি আশা রাখছি দর্শকরা এই শার্লক হোমসকে উপভোগ করবে। আমি এটাও বলতে চাই যে আমি সত্যি ভাগ্যবান যে আমি এই শার্লক হোমসে হেনরি বাস্কারভাইল এর মত একটা চরিত্র করার সুযোগ পেয়েছি।

প্রশ্ন: বর্তমানে ,হিন্দি সিনেমাগুলোর জন্য বাংলা সিনেমা শো পাচ্ছে না। শো পেলেও খুব কম সংখ্যক শো পাচ্ছে বিভিন্ন সিনেমা হলগুলিতে, এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

■ এটা না, আমার মনে হয় আনএভয়েডেড। হিন্দি ছবি এবং তামিল ছবির মার্কেট বাংলা সিনেমার তুলনায় অনেক বড়। আমি বলছি না যে হিন্দি সিনেমা বা তামিল সিনেমার যে ক্যাপাবিলিটি আছে সেটা বাংলা সিনেমার মধ্যে নেই। সেই ক্যাপাবিলিটি বাংলা সিনেমার মধ্যেও আছে কিন্তু যেটা নেই

সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স। বাংলা সিনেমায় লার্জ স্কেলের সিনেমা তৈরি করলে সেই সিনেমা অডিয়েন্স নাও পেতে পারে। হিন্দি এবং তামিল সিনেমা ১০০ কোটি ১০৫ কোটি দিয়ে সিনেমা তৈরি করছে। বাংলা সিনেমা যদি ওই টাকা খরচ করে তৈরি করে তাহলে সে ক্ষেত্রে লস হতে পারে। বাংলা তার বাজেট অনুযায়ী এক কোটি কিংবা দুই কোটি টাকার একটা সিনেমা তৈরী করলে সেটার হিন্দি বা তামিল সিনেমার থেকে মানের দিক অনুযায়ী অনেক পার্থক্য থাকবে। তবে বর্তমানে আমাদের সরকার ৩৬৫ দিন বাংলা সিনেমা কে প্রাইম টাইম সিনেমার সুযোগ দিয়েছে যার ফলে কয়েকটা ভালো সিনেমা হলে সিনেমা প্রাইম টাইমে চলবে। আমি সরকারের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।

প্রশ্ন: আপনি তো বাচিক শিল্পী হিসেবেও কাজ করেছেন। সেই যাত্রাটার অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার করেন?

■ এই যাত্রাটা আমাকে এক নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। যাত্রাটার শুরু হয়েছিল ২০২১ সালে ‘কাউন্ট অফ মন্টে কৃষ্টো’ নামক একটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে। প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিলাম আমি এই চরিত্রটিতে কণ্ঠ দেওয়ার ফলে। রাস্তাঘাটে লোকে দেখে আমাকে এই অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করত। এরপর দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’, ‘ম্যান ইন দা আয়রন মাস্ক’, ‘বেন হুর’ এই সমস্ত উপন্যাসগুলিতেও পরের পর বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি। বর্তমানে বেশ কয়েকটা ব্যোমকেশ বক্সীর গল্পেও কাজ করেছি। বলতে গেলে এই বাচিক শিল্পে অভিনয় করা আমাকে একটা নতুন পরিচয় দিয়েছে আমার অভিনেতা সত্ত্বার পাশাপাশি, যেটা আমার কাছে এক পরম প্রাপ্তি।

প্রশ্ন: যদি অভিনয় জগতে না আসতেন তাহলে কি হতেন? অভিনয় জগতে আসার আগের পরিকল্পনা কি ছিল?

■ যদি অভিনয় জগতে না আসতাম মানে অভিনয় যদি না করতাম তাহলেও আমি ফিল্ম বা অভিনয় জগতের সাথে যুক্ত থাকতাম কারন আমার ইচ্ছে ছিল যে অভিনয় জগতের সাথে যুক্ত থাকব কোনো না কোনোভাবে। আমি এডিটিং শিখেছি। তখন হয়তো এডিটিং এর কাজ করতাম অভিনয় জগতে। এছাড়াও আমার সিনেমা পরিচালনা করার একটা ইচ্ছে রয়েছে হয়তো তখন থেকেই তাহলে সেটা বাস্তবায়িত করতে পারতাম। ইচ্ছেটা এখনো আছে এবং দেখা যাক ভবিষ্যতে এই ইচ্ছেটা নিয়ে কতদূর এগোনো যেতে পারে।

প্রশ্ন: আপনাকে দেখে মনে হয় আপনার যত বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে তত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার শারীরিক ঔজ্জ্বল্যতা। নিজেকে মেনটেইন করার, বিশেষ করে গ্ল্যামার ধরে রাখার রহস্যটা যদি একটু উন্মোচন করেন?

■ আমার তো মনে হয় না যে আমি উজ্জ্বল। আমি প্রথমে স্কিনের অতটা মেইনটেইন করতাম না। যারা আমার প্রথমদিকের কাজ দেখেছেন তারা হয়তো দেখে থাকবেন যে আমার গালে অনেক দাগ রয়েছে। বলাই বাহুল্য আমার সেনসিটিভ স্কিন। গালে দাগ হওয়াটা ভীষণই দৃষ্টিকটু এবং অস্বস্তিকর। তবে আমার স্ত্রী রিধিমার সাথে আলাপ হওয়ার পর ওই আমাকে স্কিন কেয়ার করতে শিখিয়েছে। ওর থেকে এখন আমি শিখেছি, কিভাবে দুবেলা মুখ ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে মুখের যত্ন নিতে হয়। মুখটা মশ্চারাইজ করতে হয়। এখন আমার স্কিন আগের থেকে অনেকটা বেটার এন্ড অল ক্রেডিট গোস টু রিধিমা।

প্রশ্ন: কোনদিন বলিউডে কাজের সুযোগ পেয়েছেন?

■ বলিউড পরিচালক প্রকাশ ঝা একবার আমাকে ‘সন্ন্যাসী রাজা’ সিরিজের জন্য সন্ন্যাসী রাজা চরিত্রে কাস্ট করেছিল। শুটিংটা এতটাই ভালো হয়েছিল যে শেষ এপিসোড টা দেখে টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে এটা নিয়ে একটা মেগা সিরিয়াল বানাতে। কিন্তু প্রকাশ ঝা মোট ২৬ টা এপিসোড নিয়েই এই সিরিজটি করতে চেয়েছিলেন এবং এটাকে মেগা সিরিয়াল করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নারাজ। ফলস্বরূপ কাজটা সেখানেই পোস্টপন্ড হয়ে গিয়েছিল এবং মুক্তি পায়নি।

প্রশ্ন: বর্তমান সমাজের নারী পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কি মতামত? আপনি কি মনে করেন যে নারীরা এখন ঘরের বাইরে সেফ ?

■ এই যে এখনো পর্যন্ত একটা বড় ঘটনাটার কোন রকমের সুরাহা নেই এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে চাইবো এর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সঠিক সুরাহা এবং নিস্পত্তি হোক। না হলে যারা এই ঘৃণ্য ঘটনার পেছনে দায়ী তারা জানবে যে এইরকম ঘটনা ঘটিয়েও পার পাওয়া যায় যেটা মোটেই কাম্য নয়। আর মহিলারা আমাদের দেশে বহুদিন ধরেই অনেক ক্ষেত্রে অসম্মানিত হয়ে আসছে এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে। আমি চাইবো আমাদের দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মহিলাদের উন্নতি হোক। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের কলকাতা শহর এখনো অনেক শহরের তুলনায় অনেকটা নিরাপদ। কলকাতা শহর এবং আরো অন্যান্য শহর গুলি যেন মহিলাদের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠুক সেটাই কামনা করি যেখানে মহিলাদের সম্মান সর্বদা বজায় থাকবে।